৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৮ কার্তিক – ২৪ কার্তিক, ১৪২৯ ঃ ৫ নভেম্বর– ১১ নভেম্বর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 3, 5 November - 11 November, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া প্রাথমিক

শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের নানা কুকীর্তির হদিশ মিলছে তদন্তে। এবার ইডির আইনজীবিরা দাবি করলেন মৃত ব্যক্তির কেওয়াইসি দিয়ে খোলা জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত মানিকের স্ত্রী শতরূপা।

রবিবার : গরু পাচার মামলায় ধৃত অনুব্রতর জেল হেফাজতের

মেয়াদ আরও ১৩ দিন বাড়িয়ে সিবিআইকে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিলেন বিচারক। তার উত্তরে সিবিআই জানিয়েছে এই তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে আরও ৬০ দিন লাগবে। অর্থাৎ আগামী দু মাসের মধ্যে চূড়ান্ত হতে চলেছে অনুব্রতর ভাগ্য।

সোমবার : গুজরাটের মোরবিতে মাচ্ছু নদীতে ঝুলন্ত ব্রিজ

ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা তিন অঙ্কে পৌঁছেছে। আহত হয়েছে বহু। ছট পুজোর আনন্দে মাতোয়ারা প্রায় ৫০০ মানুষ ওই ব্রিজে উঠে নাচানাচি করার সময় সদ্য মেরামত করা সেতুটি ভেঙে পড়ে। চার জনকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত চলছে।

মঙ্গলবার : কলকাতার রাস্তায় বসে চাকরিপ্রার্থীরা। বাতিল হয়েছে

বহু নিয়োগ। তবুও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে আন্দোলনকারীদের প্রতি সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বললেন, আন্দোলন করলেই কি চাকরি দিতে হবে। এর আগে অবৈধ নিয়োগ হওয়া শিক্ষকদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তিনি।

বুধবার : নানা আকর্ষক প্রকল্পের পর এবার বকেয়া বিদ্যুৎ বিলে

ছাড় পাওয়া যাবে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে। অর্থনীতিতে পঙ্গু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্ধেক টাকা দিয়েই বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মেটানো যাবে। প্রমাদ গুনছেন অর্থনীতিবিদরা।

বৃহস্পতিবার : গত মার্চ মাসে খুন হওয়া বড়শাল পঞ্চায়েতের

তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের মামলায় মূল অভিযুক্ত ফয়জুল খানকে দীর্ঘ আট মাস পর গ্রেপ্তার করল সিবিআই। বেশ কয়েকজন আগে গ্রেপ্তার হলেও আর এক অভিযুক্ত সোফিউল ইসলাম এখনও পলাতক।

শুক্রবার : পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের ওয়াজিরাবাদ শহরে

নিজের দলের মহামিছিলে যোগ দিয়ে গুলিবিদ্ধ হলেন সেখানকার প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী তথা কিংবদন্তী ক্রিকেটার ইমরান খান। তাঁর সন্দেহ হামলার পিছনে রয়েছেন বর্তমান পাক প্রধানমন্ত্রী ও সঙ্গীরা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজনীতির চর্চার মাস ‘নভেম্বর’ ও ‘ডিসেম্বর’

কুনাল মালিক

চলতি বছরের নভেম্বর ও আসন্ন ডিসেম্বর মাস এখন রাজ্য রাজনীতির অতি চর্চিত বিষয়। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বেশ কিছুদিন আগেই বলেছেন, ডিসেম্বর মাস আসতে দিন ডুগডুগি বাজিয়ে দেব। সরকার ফেলব না তবে সরকার চালাতে দেব না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক বলেছেন, ডিসেম্বর মাসে শাসক দল চোরাবালির স্রোতে হারিয়ে যাবে। এছাড়া বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে বিরোধী শিবিরের বহু নেতাই তৃণমূল সরকারের এক্সপায়ারি ডেট ডিসেম্বরের মধ্যে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কেন? সেই বিষয় নিয়ে চলছে জোর গুঞ্জন। মাস খানেক আগে মিঠুন চক্রবর্তী ঘোষণা করেছিলেন, অনেক তৃণমূল বিধায়ক নাকি তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। যদিও তৃণমূল এসবকে পাত্তা দিতে নারাজ। তবে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীও নাকি তাঁর মন্ত্রীসভার বৈঠকে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তাঁর আশঙ্কা বিজেপি কোনো চক্রান্ত করছে, সেই ফাঁদে যেন তৃণমূল পা না দেয়।

অন্যদিকে সিবিআই-ইডি জোর তৎপরতা শুরু করেছে। দিল্লিতে গরু পাচারের অভিযুক্ত সায়গল হোসেনকে সিবিআই হেফাজতে নিয়ে জেরা করছে। কেষ্ট কন্যা সুকন্যাকেও দিল্লিতেও ডেকে জেরা চলছে। চাকরি দুর্নীতি মামলায় ইডি ক্রমশ গতি বাড়াচ্ছে। সূত্রের খবর মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট নাকি ৭ নভেম্বর একটা লিস্ট প্রকাশ করতে পারে। কাদের অবৈধভাবে চাকরি হয়েছে, সেই লিস্টে তাদের নাম থাকবে। তাহলে তো গোটা রাজ্যে হুলস্থূল পড়ে

যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে যদি চাকরি খোয়া যায়, তাহলে তো নেতাদের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসবে চাকরি হারানোরা।

আগামী ৭ নভেম্বরের মধ্যে ইডি বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীকে তলব করতে পারে বলে নানা মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। গরু পাচার কাণ্ডে জড়াতে পারে শাসকদলের অনেক রাঘব বোয়ালের নাম। গত ৩ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সংশয়ী সুর শোনা গিয়েছে। তিনি বলেছেন, আসল অপরাধী হয়তো আমার জীবদ্দশায় ধরা পড়বে না। সিবিআই-ইডি কী করে দেখা যাক। প্রধান বিচারপতির এই কথায় জোর জল্পনা চলছে। তাহলে কি পার্থ-মানিক সহ যারা জেলে আছেন, তাদের থেকেও প্রভাবশালী কেউ মাথায় আছেন?

এদিকে অনুব্রত মণ্ডলের লটারি পাওয়া নিয়ে বোলপুর পৌঁছে গিয়েছে সিবিআই। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে নানা লটারি ডিলারকে। দেখা হচ্ছে লটারির মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হয়েছে কিনা। এই তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে ইডি-সিবিআই গরুপাচার মামলার জাল অনেকটাই টেনে তুলে নিয়েছে। ইডি আদালতকে কথা দিয়েছে ৬০ দিনের মধ্যে তারা এই তদন্তের প্রক্রিয়া শেষ করবে। এদিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জেল হেফাজতের মেয়াদ বেড়ে গিয়েছে। ৬০০ দিন পার করেছে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বসে থাকা চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনকে কটাক্ষ করেছেন নিজের ভঙ্গিমায়। রাজ্যের যখন এই অবস্থা চলছে তখন মুখ্যমন্ত্রী চেন্নাই গিয়ে ঢাক বাজাতে ব্যস্ত। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও তিনি কিছু বলতে নারাজ। সব মিলিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকৃত অপরাধী ধরা নিয়ে কড়া মন্তব্য দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে রাজ্যের রাজনীতিতে। এখন দেখার চলতি নভেম্বর ও আসন্ন ডিসেম্বর মাসে কি ম্যাজিক ঘটে।

‘রাম কথা সংগ্রহালয়’ উদ্বোধনে মোদীজির অনীহা

ঘুর পথে কেন্দ্র মেনে নিল ভগবানজিই নেতাজি

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

নেতাজি রহস্যে নতুন মোড় নিতে চলেছে। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনে কলকাতার সিএফএমএল ভগবানজির দাঁতের ডিএনএ রিপোর্টের ইলেকট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট জমা দেয়নি। ফৈজাবাদের রামভবনে গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজির ঘরে দেশলাইয়ের বাক্সে সংরক্ষিত কয়েকটি দাঁতের নমুনা পরীক্ষার ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠান হয় কেন্দ্রীয় সংস্থাতে। প্রাথমিক ভাবে যে ডিএনএ রিপোর্ট মুখার্জী কমিশনে তারা জমা দেন সেখানে উল্লেখ করা হয় ওই দাঁতগুলির ডিএনএ একজন বয়স্ক পুরুষ মানুষের হলেও নেতাজির মা বা বাবার দিকের সঙ্গে মিল নেই। সেই ভিত্তিতে কমিশনের চেয়ারম্যান তাঁর রিপোর্টে গুমনামী বাবা নেতাজি ছিলেন লিখতে না পারলেও একটি তথ্যচিত্রে উল্লেখ করেছেন যে গুমনামী বাবাই নেতাজি ছিলেন।

ভগবানজীর ছবিটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী অঙ্কিত এবং সুভাষচন্দ্রের ছবিটি ১৯৩০ সালের।

সম্প্রতি সায়ক সেনের আরটিআইএর জবাবে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানান হয়েছে গুমনামী বাবার দাঁতের ডিএনএ রিপোর্টের সঙ্গে ইলেকট্রফেরোগ্রাম রিপোর্ট সংযুক্ত না করার কারণ যে তাতে দেশের সার্বভৌমত্ব, আইন শৃঙ্খলা ও বৈদেশিক সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। ইলেকট্রফেরোগ্রাম রিপোর্ট ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। উল্লেখ্য একদা নেতাজি সংক্রান্ত কিছু কেন্দ্রীয় টপসিক্রেট ফাইল প্রকাশের ব্যাপারে মুখার্জী কমিশনে এমনই দাবি করেছিল কেন্দ্র। ১৯৮৫ সাল থেকে গুমনামী বাবার কক্ষে প্রাপ্ত বহু জিনিসপত্র ফৈজাবাদের ট্রেজারিতে রক্ষিত থাকলেও পরে অধিকাংশ জিনিস কলকাতার মুখার্জী কমিশনে আসে। পরবর্তীকালে গুমনামী বাবার পরিচয় উদ্‌ঘাটনে কোর্টের নির্দেশে সহায় কমিশন গঠন করে উত্তরপ্রদেশ সরকার। সহায় কমিশন গুমনামী বাবার পরিচয় উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়। আদালতের নির্দেশে গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজির ব্যবহৃত জিনিসপত্র রামকথা সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত করা হলেও আজ পর্যন্ত রহস্যময় কারণে উত্তরপ্রদেশ সরকার জনসাধারণের জন্য সেটি উন্মুক্ত করেনি। প্রশ্ন উঠেছে এখানেও। ভগবানজিই কী আসলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন, নইলে আজও এত গোপনীয়তা কেন। একজন নেপথ্যচারী সন্ন্যাসীর জন্য দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে কেন? আশ্চর্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার ঘুর পথে ভগবানজির পরিচয় স্বীকার করে নিলেও সরকারিভাবে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্পকে খারিজ করে নি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেন নি রামকথা সংগ্রহশালার দরজা উন্মুক্ত করতে। উল্লেখ্য, ওই সংগ্রহশালার এক তলায় রামমন্দিরের মাটি খুঁড়ে প্রাপ্ত জিনিসপত্র সংরক্ষিত হয়েছে। দেশের ডানপন্থী কিংবা বামপন্থী সব দলই আজ পর্যন্ত গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজির পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে রহস্য জনকভাবে নীরব রয়েছে।

বাম আমলের বঞ্চনা কাঠগড়ায় অনুব্রত ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কুড়িবছর আগে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির সময় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই জমিদাতারা এখনো চাকরি পায় নি। বারবার প্রশাসন এবং বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আধিকারিকদের জানিয়েও কোনো লাভ হয় নি।

৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২ নং

গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় বীরভূম জেলা ভূমিহারা ইউনিয়নের প্রায় একশোজন সদস্য। প্রথমে জাম্বুনি বাসস্ট্যান্ড থেকে কচুজোড় পর্যন্ত মিছিল করে সদস্যরা। তারপর ২ নং গেটে ঢুকতে বাধা পেয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে ভূমিহারা ইউনিয়নের সদস্যরা। বোলপুর থেকে আসা শম্পা ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, এমন এমন লোক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরি করছে যাদের জমি যায় নি। আমাদের ঘরের মানুষরা চাকরির জন্য চেন্নাই যাচ্ছে, বোম্বাই যাচ্ছে আর ওনারা জমি নিয়ে রোজগার করছে। টাকা নিয়ে লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ভোলা মিত্র পাঁচ লাখ, সাত লাখ, দশ লাখ, বারো লাখ পর্যন্ত নিচ্ছে। আর বলছে প্রমাণ আছে টাকা নিয়েছি? গেটে তালা লাগিয়েছি, প্রয়োজনে গেট ভাঙবো। দেউচা পাচামির লোকেরা চাকরি নিয়ে জমি দিচ্ছে। পঞ্চায়েতের আগে আমাদের চাকরি দিন। ভোলা মিত্রের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। পাঁচশো টাকায় বিক্রি হয়েছি? আপনি পাঁচশো টাকায় জনগণকে কিনেছেন? বিক্ষোভকারী বিপ্লব দাশগুপ্ত, জসীমউদ্দীন বলেন, প্রায় দুই বছর ধরে চলছে এই আন্দোলন। জায়গা নিয়ে সরকার আমাদের ছুড়ে ফেলে দিতে চাইছে। দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি ভোলানাথ ওরফে ভোলা মিত্র। বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

স্লুইশ গেট মেরামতের দাবীতে বিক্ষোভ

অর্ঘ্য রায় : অকেজো স্লুইশ গেট মেরামতের দাবীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকার বাসিন্দাদের। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার হোটর গ্রাম পঞ্চায়েতের। বিক্ষোভকারীদের

অভিযোগ, গত ১০ বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে হোটরের স্লুইশ গেট। যার জেরে অচল জলনিকাশি ব্যবস্থা। আর এর ফলে গত ১০ বছর ধরে চাষবাস বন্ধ রয়েছে মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার হোটর ও ধামুয়া উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

এলাকার চাষীদের অভিযোগ, স্লুইশ গেট অকেজো হয়ে পড়ায় বর্ষা এলেই বৃষ্টির জেরে প্লাবিত হয়ে পড়ে চাষের জমি, নষ্ট হয় ফসল।

এরপর পাঁচের পাতায়

রেলে দুর্নীতি রুখতে সচেতনতার পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মদিন ৩১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ। এই সপ্তাহকে উদ্‌যাপন করতে ১ নভেম্বর ২০২২ পূর্ব রেল এবং কলকাতা মেট্রো রেলের যৌথ উদ্যোগে আলিপুরের রেলওয়ে ক্লাবে সকল আধিকারিকদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং মেট্রো রেলের সিইও অরুণ আরোরা। তিনি তাঁর বক্তব্যে আধিকারিকদের পথ নির্দেশ করে দেন কীভাবে সতর্কভাবে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে তাঁদের কর্মজীবনকে।

কথায় আছে রেল দুর্নীতি মুক্ত হলে সোনার লাইন পাতা যাবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন প্রায় অধরাই থেকে যাচ্ছে। সঠিক পথের হদিশ রাজনৈতিক ভাবে হোক বা আমলাতন্ত্রের মধ্যে কোথায় যেন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আধিকারিকেরা। প্রধানমন্ত্রী ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় তাঁর ভাষণে হুঙ্কার দিয়েছেন দুর্নীতি মুক্ত ভারতের। তার সাথে সাথে সকলেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে নতুন ভোর আসবে যেখানে থাকবে না কোনও দুর্নীতি। কিন্তু এহেন কথা বলতে গেলে সকলের ঠোঁটের কোণে কোথায় যেন এক ব্যাঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে, সত্যিই কি সম্ভব! তার উত্তর খুঁজতে গেলে অন্ধকারে হাতরানোর ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তবুও চেষ্টা শুরু হয়েছে ছোট ছোট পথে পা ফেলতে ফেলতে

আনন্দের দিন আসবেই।

এই সভায় বিশেষ অনুপ্রাণিত ভাষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী কীর্তপদানন্দজী মহারাজ। তিনি তার ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতকে নিয়ে তা সকলের কাছে মনে করিয়ে দেন। এবং মনে করিয়ে দেন এই ভারতবর্ষকেই পাওয়ার জন্য সকলে উৎসুকভাবে তাকিয়ে রয়েছেন। তাই প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে দৃঢ়চেতা ভাবে চিন্তা করে ফেলা উচিত। কারণ নিজেকে যদি আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে সমাজ তথা দেশ সঠিক পথে এগিয়ে চলবে। আমাদের ভাবনার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের যে বৈপ্লবিক ভাবনা সারা বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা আমাদের জন্য বহু গর্বের কিন্তু সেটা কি এখন আর আমরা বহন করে নিয়ে যেতে পারছি এমনই প্রশ্ন তোলেন সন্ন্যাসী।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর চিন্ময় গুহ তাঁর বক্তব্যে শিক্ষা প্রদানকারী ব্যক্তিদেরকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন ভিত যদি আমরা শক্ত না করতে পারি তাহলে কোনও মতেই কোন কিছু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তাই ছোট থেকেই গড়ে তুলতে হবে এমন নীতি আদর্শতে যাতে সেই নীতিতেই আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দেশ গড়ার পতাকা তুলে দিতে পারব। তিনি বলেন আমাদের কর্তব্যকে আমাদের বুঝে নিতে হবে। শুধু মাত্র পয়সার জন্য কর্তব্য করাটা মোটেই সঠিক ভাবনা নয়। নিজেদেরকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে তবেই আমরা অপরকে পথ দেখাতে পারব। তিনি সম্প্রতি শিক্ষকদের উপর ঘটে চলা অবিচারের কথা মনে করিয়ে দেন তাঁর ভাষণে। তিনি প্রশ্ন তোলেন এ কাজ সঠিক নাকি অন্যায়ের?

এরপর পাঁচের পাতায়

গঙ্গাসাগর মেলাপ্রাঙ্গণ বাঁচাতে নয়া কৌশল টেট্রাপট

অরিজিৎ মন্ডল

কথায় বলে সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার। কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থা বর্তমান সময়ে সুগম হওয়ার কারণে এই চিরাচরিত মিথকে ভেঙে দিয়ে বিশ্বদুয়ারে স্থান পেয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। তাই এখন বলাই যায় সব তীর্থ একবার গঙ্গাসাগর বার বার। সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা, আর তাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেই গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গঙ্গাসাগরে আসেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। পাশাপাশি এবার গঙ্গাসাগর মেলার জন্যই শুরু হয়ে গেল নদীতে ড্রেজিং এর কাজ। আর ২০২৩ গঙ্গাসাগর মেলার জন্য মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং এর কাজ করবে এবার সেচ দপ্তর। আনুমানিক কুড়ি কোটি টাকা ব্যয় হবে এই ড্রেজিং এর কাজ। এতদিন পর্যন্ত ড্রেজিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে চুক্তির মাধ্যমে সেচ দপ্তর এই কাজ চালাতো কিন্তু সেই কাজে দেখা গেছে একাধিক গাফিলতি। তাই এবার সেচ দপ্তর নিজের উদ্যোগেই করবে এই কাজ। মূলত গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এই পুণ্যভূমিতে। আর যেখানে যাতায়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম এই মুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে যেতে হবে গঙ্গাসাগরে। যে সমস্ত পুণ্যার্থী বাবুঘাট হয়ে ডায়মন্ড হারবারের ওপর দিয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছান তাদের লট নাম্বার এইটের ভেসেল পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় গঙ্গাসাগরে। অন্যদিকে যে সমস্ত পুণ্যার্থী শিয়ালদা হয়ে কাকদ্বীপ নামখানা ট্রেন পথের মাধ্যমে এসে পৌঁছান চেমাগুড়ি ঘাটে সেখান থেকে তাদের আসতে হয় গঙ্গাসাগরে। আর তাই মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিং এর কাজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিল সেচ দপ্তর। পাশাপাশি বিগত বেশ কিছু বছর ধরেই গঙ্গাসাগর অদ্ভুত মায়ার চাদরে ঢেকে যায় গঙ্গাসাগর মেলার সময়। আর সেই কারণেই অস্থায়ী হেলিপ্যাডকে স্থায়ীকরণ করার কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় একাধিক

নদীবাঁধ ভেঙে চিন্তার মুখে পড়েছিল প্রশাসন। গঙ্গাসাগর মেলার আগে অতি শীঘ্রই গঙ্গাসাগর মেলার আগেই নদী বাঁধগুলি মেরামতের কিভাবে সেই নদী বাঁধ মেরামত করা হবে তা নিয়েই একাধিক বৈঠক করা হয়। আর এবারে টেট্রাপট পদ্ধতিতে কাজ শুরু হলো। তবে কি এই আধুনিক টেট্রাপট পদ্ধতি এক হল

কংক্রিটের পিলারের মাধ্যমে নদীর জলস্রোত কে নিয়ন্ত্রণ করা। যাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষায় বলা হয় ওয়েব ব্রেকিং অর্থাৎ নদীখাত থেকে ১০০ মিটার দূরে কংক্রিটের পিলারের মাধ্যমে করা হয় এই টেট্রাপট নদী বাঁধ। এগুলি জোয়ারের সময় অটোমেটিকালি ডুবে থাকে। ভাটার সময় নদীর যে টান থাকে তাকে অনেকটাই রোধ করতে সক্ষম হয় এই বাঁধ।

আর তাই এবার ২০২৩ এর গঙ্গাসাগর মেলার আগে পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে এই টেট্রাপট নদী বাঁধকে। যেখানে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির মন্দিরের সামনেই শিবিরের ২ নম্বর গেট থেকে ১০০ মিটার দূরে ৫৫০ মিটার এই টেট্রাপট নদী বাঁধ তৈরি করা হবে। যা অনেকটাই মুড়িগঙ্গা নদীর জলস্রোতকে রক্ষা করতে পারবে বলে ধারণা করছেন আধিকারিকেরা। কেন্দ্রের কাছে বারে বারে আবেদন জানানোর পরেও পাকা নদী বাঁধের ছাড়পত্র না মেলাতেই গঙ্গাসাগর মেলার আগে এই চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এই পদ্ধতি কাজ করলে আগামী দিনে সেচ দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন নদী বাঁধ এই ভাবেই মেরামত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 3, 5 November - 11 November, 2022

উত্তরের আঙিনায়

শিশু উদ্যানের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে ৩০ নং ওয়ার্ডের নব রূপায়িত সুব্রত শিশু উদ্যানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন এবং শিলিগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বর্গীয় স্বপন সরকারের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান সব জায়গাতে রাজনীতি করা যায় না। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তৃণমূল কংগ্রেস শিলিগুড়িতে মানুষের ভোটে জিতে এসেছে তাই দলমত নির্বিশেষে মানুষের জন্যই কাজ করে যাবে।তা সে দলের সমর্থকই হোক না কেন। মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অন্যান্য এম এম আই সি এবং কাউন্সিলারেরা। সিপিএমের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নুরুল ইসলাম। তিনি সাংবাদিকদের জানান এটা খুব ভালো কাজ।আর ভালো কাজের প্রশংসা করতেই হবে।

জগদ্ধাত্রী উদ্বোধনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়াতে জগদ্ধাত্রী পূজো ২৪ বছরের শুভ উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং এম এম আই সি মানিক দে এবং শ্রাবনী দত্ত। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার যতন সাহা, জগদ্ধাত্রী পূজো কমিটির সভাপতি রাজু দাস। ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন করলেন মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র সহ মেয়র পারিষদেরা। পরে মেয়র জানালেন শিলিগুড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো এখন অনেকগুলি হয় তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা পুজো এই পুজো। তাই এই পুজোতে উপস্থিত থাকতে ভালো লাগে আমার। সামনের বছরও আমি আসব এখানে। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এই পুজোর ভূয়সী প্রসংশা করে জানান একেকদিন একেক রঙে এই পুজোর অনুষ্ঠান হয়। তাই আমিও পছন্দ করি এই পুজো। এছাড়াও এম এম আই সি এবং স্থানীয় কাউন্সিলার শ্রাবনী দত্ত এই পুজোতে ওয়ার্ডের সব মানুষ উপস্থিত থাকেন এটাই বা কম কিসের।

পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন। আজ এই উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে এই প্রয়াত কিংবদন্তী চলচ্চিত্র পরিচালকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হল। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্য মেয়র এবং এম এম আই সিরা। এদিন ফুল দিয়ে এই প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন শিলিগুড়ি পুরসভার অন্যান্য কর্মচারীরাও। এদিন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান আমাদের একের পর এক অন্যান্য সিনেমা উপহার দিয়ে গেছেন এই অসাধারন চিত্র পরিচালক, তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ছিল শিল্পের ছোয়া,আজ তার জন্মদিন তাই তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা আমাদের কর্তব্য। তিনি যেখানেই থাকবেন এইভাবে অমর হয়েই বেচে থাকবেন এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

উত্তরে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে ভয়ানক আকার ধারন করেছে ডেঙ্গু। গতকাল শিলিগুড়িতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। শিলিগুড়ি শহরের চারিদিকে ভয়াবহ আকার ধারন করেছে ডেঙ্গু। একের পর এক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন ডেঙ্গুতে, ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের। এদিকে ডেঙ্গু নিয়ে বর্তমান পুরবোর্ডকে দুষছে বিজেপি এবং সিপিএম। সিপিএম এর জীবেশ সরকার বলেন, সরকার ডুবে আছে উদ্বোধন এবং সম্বর্ধনায়। কি করে জানবে সাধারণ মানুষের যন্ত্রনা। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল ইচ্ছা করে মানুষের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে তুলছে। এই ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতি শিলিগুড়িতে আগে হয় নি। গোটা রাজ্যে বেড়েই চলেছে ডেঙ্গুর সংক্রমণ। শিলিগুড়ির বোর্ডেরও সংক্রমণ নিরসনে কোনও ভূমিকা নেই। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে না।

ডেঙ্গু উপসর্গ নিয়ে সাফাই কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাফাই কর্মী দিলীপ রাউতের মৃত্যু হয় ডেঙ্গু উপসর্গ নিয়ে। তার পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তার সাথে গিয়েছিলেন বিজেপী নেতা রাজু সাহা , অমিত জৈন , বিবেক সিং অমর ভগৎ , আদিত্য মোদক সহ অন্যান্য কার্যকরী বিজেপীর নেতৃত্ব। এদিন বিধায়ককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতর পরিবারের সদস্যরা। বিধায়ক এদিন জানান এত মৃত্যুর পরেও পুরসভার হুশ ফিরছে না। মেয়র নিজেই উদ্বোধন এবং সম্বর্ধনা নিয়ে যাচ্ছেন। শিলিগুড়ির মোট ৪৭টি ওয়ার্ডের অবস্থাই প্রচণ্ডভাবে নিম্নমানের হয়ে পড়ছে। ড্রেন পরিষ্কার করা হয় না,তেল এবং ধোয়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম। এখন প্রতিটি ওয়ার্ডেই একই সমস্যা,অথচ কোন সমাধানের উদ্যোগ নেই। হাসপাতালে একই বেডে দুজন করে শুয়ে। এত লজ্জার পরিস্থিতি যে বলবার ভাষা নেই। বিজেপী পুরবোর্ডে থাকলে এই পরিস্থিতি আসত না, কোন ওয়ার্ডেই পর্যাপ্ত সাফাই কর্মী নেই। এমন অবস্থা যে দিনের বেলাতেই মশার উপদ্রব।মেয়র নিজেই খুজে পাচ্ছেন না কি করবেন। আমরা মেয়রের পদত্যাগ দাবী করছি। উনি না পারলে অন্তত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে শিলিগুড়ির মানুষের উপকার করুন।এদিন বিধায়ক আঠাশ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন।তিনি জানান এরপরেও যদি তৃণমূলের হুশ না ফেরে তবে শিলিগুড়ির পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হবে।

দোকানের আড়ালে নেশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধীনগর এলাকায় একটি মুদিখানা দোকানের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে নেশার ট্যাবলেট এবং কাফ সিরাপ বিক্রির কারবার চলছিল। এই খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার রাতে সেই দোকানে হানা দেয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। দোকান থেকে উদ্ধার হয় ১৩৬টি নেশার ট্যাবলেট এবং ১৩ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। ঘটনায় দোকানের মালিক সোনু শ্রীবাস্তবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগেও ওই ব্যক্তি এই একই কাজ করে আসছিল। তবে বিভিন্ন প্রভাব খাটিয়ে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছিল। আজ তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। আদালত তাকে পনেরো দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

সিকিম সফরে রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই দিনের সিকিম সফরে এসেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এদিন তাকে স্বাগত জানন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। মূলত সরকারি সফরে এসেছেন তিনি। সিকিমের প্রাকৃতিক শোভা দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ নভেম্বর– ১১ নভেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। পারিবারিক বিষয় নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পরিবারের সকলের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কুমারী কন্যাদের লাল চুড়ি প্রদান করুন।

বৃষ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ রয়েছে। রোগের প্রাকোপ বৃদ্ধির ফলে শয্যাশায়ীও হতে পারেন। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। পরিবারের গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়েও চিন্তার কারণ রয়েছে। অন্য ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। তবে অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মা কাত্যায়নীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : স্বজনের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে ও পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। হার্টের রোগ বা ঠান্ডা জনিত কারণে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গণপতির মন্ত্র পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ বৃদ্ধি জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। ধর্ম–কর্মের ঈশ্বরানুরাগী। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা। সম্পত্তি বা জমি ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : চাঁদির চৌকো টুকরো লাল কাপড়ে জড়ান।

সিংহ রাশি : পারিবারিক সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলেও তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। স্বজনের আচরণে অসন্তোষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : রুষ্টসকমর পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে অশান্তির জেরে কর্মসংস্থান পরিবর্তনের পরিকল্পনা। যে কোনও পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করার ইচ্ছা বৃদ্ধি। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ঘাড়ে পিঠে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা। ঋণ পরিশোধ করার জন্য সুযোগ মিলতে পারে।

প্রতিকার : ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

তুলা রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। সঙ্গীত বা নৃত্যাদি চর্চা ক্ষেত্রে বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভ। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মা দুর্গাকে লাল ফুল অর্পিত করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তান সুখে সুখী হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ে লগ্নি ঝুঁকি সাপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : লাল চন্দনের টিকা আপনার মাথায় লাগান।

ধনু রাশি : সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় হতে পারে। বন্ধু বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের সঙ্গে মত বিরোধ বৃদ্ধি পেলেও তা সমাধানের পথে। স্বজনের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতি। চাকির ক্ষেত্রে উদ্বেগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ভগবান বিষ্ণুকে পীতবস্ত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে বিবাদ। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার সম্মুখীন হতে পারেন। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। পদোন্নতিতে সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য।

প্রতিকার : কালো কুকুরকে দুধ–রুটি খাওয়ান।

কুম্ভ রাশি : মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণের সম্ভাবনা। যে কোনও কর্মে সাহসী পদক্ষেপের দ্বারা কার্যসিদ্ধি। সন্তান থেকে কোনও সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : ঘোড়ার নালের আংটি ধারণ করুন।

মীন রাশি : সঞ্চিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মানসিক অশান্তি। সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। গাড়ি–বাড়ি ক্রয় করা যুক্তি যুক্ত নয়। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্যে বাধা। পারিবারিক বিবাদের সম্ভাবনা প্রবল। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা ও মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রবাহিত জলে একটি সিক্কা ফেলে দিন।

কাজের খবর

ইন্ডিয়ান অয়েলে ১৫৩ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬৫ জন তরুণ তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের সাদার্ন রিজিয়ন মার্কেটিং ডিভিশন।

অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট ১৯৬১ অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে অ্যাকাউন্টস, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট ট্রেডে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর IOCL/MKTG/SR/APPR/2022-23.

পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা কেবল সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের জন্যই আবেদন জানাতে পারবেন। সেজন্য এখানে কেবল সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ১৫৩টি শূন্য আসনের কথাই জানানো হল। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

আসনসংখ্যার বিবরণ : ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ/গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি : ৩৬টি, কর্নাটক : ১২টি, কেরল : ২২টি, অন্ধ্র প্রদেশ : ১২টি, তেলেঙ্গানা : ১২টি।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার) : তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি : ৪টি, কর্নাটক : ৩টি, কেরল : ৩টি, অন্ধ্রপ্রদেশ : ৩টি, তেলঙ্গানা : ৩টি।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্ট্রি অপরারেশন (স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার) : তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি : ২টি, কর্নাটক : ২টি, কেরল : ১টি, অন্ধ্র প্রদেশ : ১টি, তেলেঙ্গানা : ১টি।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট (ফ্রেশার) : তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি : ৫টি, কর্নাটক : ৫টি, কেরল : ৬টি, অন্ধ্রপ্রদেশ : ৫টি, তেলঙ্গানা : ৫টি।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট (স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার) : তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি : ২টি, কর্নাটক : ২টি, কেরল : ২টি, অন্ধ্রপ্রদেশ : ২টি, তেলঙ্গানা : ২টি।

ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ : স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডারদের ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে 'ডোমেস্টিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর' সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েটের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডারদের ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে 'ডোমেস্টিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর' সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েটের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ।

স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডারদের ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে 'রিটেল ট্রেনি অ্যাসোসিয়েট' সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

বয়স : ৩১–১০–২০২২ তারিখে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে।

মনে রাখবেন, কোনও একটি রিজিয়ন, কোনও একটি ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্যই আবেদন করতে পারেন।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের (ফ্রেশার ও স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার) ক্ষেত্রে ১ বছর ৩ মাস, রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েটের (ফ্রেশার ও স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার) ক্ষেত্রে ১ বছর ২ মাস এবং অ্যাকাউন্টস ট্রেডের ক্ষেত্রে অন্তত ১ বছর।

এর আগে কোনও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়ে থাকলে বা কোনও সংস্থায় ১ বছর বা তার বেশি সময় ধরে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করবেন না।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে।

অ্যাকাউন্টস ট্রেডের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাপ্টিটিউস (কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড সহ), রিজনিং এবিলিটি ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ট্রেডের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল ইংলিশ, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড এবং জেনারেল নলেজ বিষয়ে। রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট ট্রেডের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং এবং বেসিক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে।

প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট ট্রেডের ক্ষেত্রে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.apprenticeshipindia.org এবং অ্যাকাউন্টস ট্রেডের ক্ষেত্রে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mbrdnats.gov.in.

এরপর অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iocl.com.

সেন্ট্রাল পাওয়ার রিসার্চে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদের ৬৫ জনকে নিয়োগ করবে সেন্ট্রাল পাওয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এটি কেন্দ্রের শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। নিয়োগ করা হবে ইঞ্জিনিয়ারিংঅফিসার গ্রেড–ওয়ান, সায়েন্টিফিক/ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিশিয়ান গ্রেড ওয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড টু, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ গ্রেড ওয়ান (ওয়াচম্যান) পদের ক্ষেত্রে শুধু সমরকর্মীরা আবেদন করবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CPRI/11/2022 RECRUTTMENT.

শূন্যপদের বিবরণ : ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার গ্রেড–ওয়ান : ২০টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা মেকানিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার প্রথম শ্রেণির নম্বর সহ বি ই বা বি টেক। সেই সঙ্গে ২০২১ বা ২০২২–এর গেট পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক করে থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা।

সায়েন্টিফিক/ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৭টি (সাধারণ ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির নম্বরসহ কেমিস্ট্রিতে বি এসসি। ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক্যাল বা সিভিল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় প্রথম শ্রেণির নম্বর সহ ৩ বছরের ডিপ্লোমা। সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা।

টেকনিশিয়ান গ্রেড ওয়ান : ১৫টি (সাধারণ ৮, ও বি সি ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে আই টি আই সার্টিফিকেট। মাধ্যমিক সহ ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে ২ বছরের আই টি আই সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড টু : ১৬টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, ও বি সি ৫, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রথম শ্রেণির নম্বর সহ বি এ বা বি এসসি বা বি বি এ বা বি বি এম ডিগ্রি। এ ছাড়া কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ গ্রেড ওয়ান (ওয়াচম্যান) : ৭টি (প্রাক্তন সমরকর্মী সাধারণ ৪, প্রাক্তন সমরকর্মী তফসিলি উপজাতি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ও বি সি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ। আর্মি বা নেভি বা এয়ারফোর্সে কাজ করে থাকতে হবে। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা।

২১–১১–২০২২ তারিখে প্রার্থীর নির্দিষ্ট বয়স হবে হবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://cpri.res.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর। বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি

চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

শব্দবার্তা ২২২

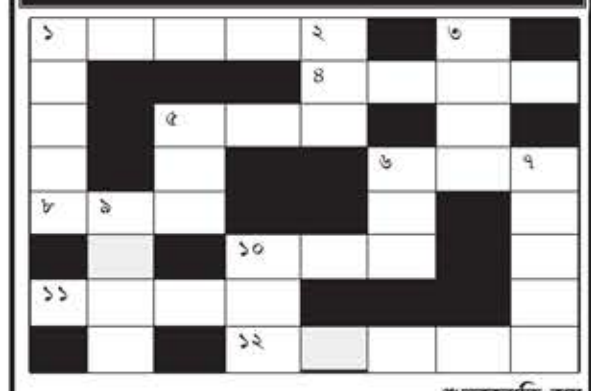

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। শিক্ষক ৩। বাস্তব ঘটনার বিবরণ সংবলিত চলচ্চিত্র ৫। তুচ্ছ, বাজে ৬। দস্তা ৮। শানিত, খরধার ১০। হলুদ ১১। মুসলমান রাণির উপাধিবিশেষ ১২। অসচ্চরিত্রতা।

উপর–নীচ

১। গোপন পরামর্শ ২। নীচ, অধম ৩। ঢেউ ওঠা ৫। চলছে এমন, গমনশীল ৬। রাত্রি ৭। আংশিকভাবে দগ্ধ পদার্থের অদগ্ধ অংশ ৯। কৈলাস ১০। বাড়ির পঞ্চাদভাগ, ছাঁচতলা।

সমাধান : ২২১

পাশাপাশি : ২। আসল–নকল ৫। দরবার ৭। মকর ৯। বাঁধন ১০। তলে তলে ১২। হাল হকিকত।

উপর–নীচ : ১। শারদ ২। সঞ্চরণ ৪। কর কবলিত ৬। রজতধবল ৮। গতশোক ১১। লেখক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

শিশুকে মদ!

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিন বছর বয়সের একরত্তি শিশুকে মদ খাওয়ানোর অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী ভাড়াটিয়া এক যুবকের বিরুদ্ধে। অসুস্থ ওই শিশু বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত এক নম্বর দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢালীপাড়া এলাকায়।

অভিযোগ ভাড়াটিয়া প্রতিবেশী অজয় দাস অন্যান্য ভাড়াটিয়া শিশুদের বিড়ি খাওয়াতো। এদিন আর এক ভাড়াটিয়া গৌতম সরকারের তিন বছরের ছেলে সম্রাটকে মদ খাইয়ে দেয়। তার পরেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে সে। বমিও করতে থাকে। অসুস্থ অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। অজয়ের পরিবার অবশ্য এই ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে।

গান সেরেই শিল্পীর মৃত্যু

অমিত মন্ডল : মঞ্চ থেকে নেমেই প্রাণ হারালেন কাকদ্বীপের প্রতিভাবান যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার ক্যানিং–এ রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৮ নম্বর কালিনগর পশ্চিম গঙ্গাধরপুর এলাকার বাসিন্দা দেবাশীষ পেশায় টোটো চালক হলেও নিজের প্রতিভার বলে কাকদ্বীপ এলাকায় কুমার পিন্টু নামেই পরিচিত। এলাকার বিভিন্ন সংস্কৃতির মঞ্চ তিনি দাপিয়ে বেড়ান। তার গানের সুরে মজে যেত মানুষের মন। কিশোর কুমারের গান গেয়ে তিনি দর্শকদের মন জয় করতেন। তবে শুধু গান গাওয়া নয়, ঘোষক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। বহু মঞ্চে তিনি অনুষ্ঠান পরিচালনাও করেছেন। এমনকি অনেক আয়োজক সংস্থা তাঁর অনুষ্ঠানে খুশি হয়ে বহুবার তাঁকে স্মারক দিয়ে সম্মানিতও করেছেন। মঙ্গলবারও তিনি ক্যানিং এলাকায় গানের ডালি সাজিয়ে নিয়ে দর্শকদের মন জয় করতে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানও চলছিল খুব সুন্দর। রাত্রি প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ দর্শকদের মন জয় করতে মঞ্চে ওঠেন কুমার পিন্টু। গানের অনুষ্ঠান শেষ করে রাত্রি প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ মঞ্চ থেকে নামেন তিনি। মঞ্চ থেকে নামতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন দেবাশীষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত্রি প্রায় ১২টা নাগাদ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। পিন্টুর মৃত্যুর খবর কাকদ্বীপে আসতেই নেমে আসে শোকের ছায়া।

রায়দীঘির লোকালয়ে কুমিরের দেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক দিনের মধ্যে আবারও লোকালয়ে কুমিরের দেখা পাওয়া গেল আর তাই নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ালো গত মঙ্গলবার সকালে। এবার রায়দিঘী থানার অন্তর্গত মথুরাপুর ২ নং ব্লকের রায়দিঘী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৩ নং লাটের তালতলা মিস্ত্রী পাড়া ও ২৪ নং লাট গ্রামের সীমান্ত বর্তী নদী বাঁধ এলাকায় মনি নদীর তীরে দেখা মিললো একটা কুমিরের। রাধানাথ পুরকাইতের ফিসারির ভেড়িতে ৭–৮ ফুটের একটি কুমিরকে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শী ও গ্রামবাসীদের অনুমান কুমিরটি রোদ পোহাতে বা খাবারের খোঁজে ডাঙায় উঠে এসেছিল। শেষ

দুই–তিন মাসের মধ্যে এই গ্রামে একাধিকবার কুমিরের দেখা মিলল ডাঙায়। বারবার লোকালয় বা ফিশারির ভেড়িতে কুমির আসার ঘটনা কে ঘিরে গ্রামবাসীরা অত্যন্ত আতঙ্কিত। তাঁরা নদীবাঁধ বরাবর জাল দিয়ে ঘেরার জন্য প্রশাসনের নিকট আবেদন জানিয়েছে। তবে এদিন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। বন দফতর সূত্রে জানা গেল, মনি নদী থেকে মাঝে মধ্যে ডাঙায় ওঠে এই কুমিরটি। তবে ওই জায়গায় বহু দিন কুমিরটি আছে, ভয়ের কারণ নেই।

বহড়ু থেকে উদ্ধার গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের তৎপরতায় জয়নগর থেকে উদ্ধার এক মানসিক ভারসাম্যহীন গৃহবধূ। গত শনিবার তাকে তুলে দেওয়া হল স্বামীর হাতে। জয়নগর পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার বহড়ু কলুর মোড় এলাকায় এক গৃহবধূকে ইতস্তত ঘুরতে দেখে এবং তাঁর অসংলগ্ন কথাবার্তা দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মানুষ জন জয়নগর থানায় খবর দেন। তারপরেই জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই পৃথ্বীশ ঘোষ ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। এবং পুলিশের নিজস্ব সোর্সের সূত্র ধরে তাঁর স্বামী হিরন্ময় চক্রবর্তীর খোঁজ পায়। শনিবার বেলায় সে জয়নগর থানায় এসে নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া ঐ গৃহবধূর নাম শ্যামলী চক্রবর্তী। বাড়ি মন্দিরবাজার থানার উদয়পুর এলাকায়। এদিন জয়নগর থানায় দাঁড়িয়ে ওই গৃহবধূর স্বামী হিরন্ময় চক্রবর্তী বলেন, গত তিন বছর ধরে মানসিক ভারসাম্য হীন আমার স্ত্রী। ডাক্তার দেখিয়েও কোনও কাজ হয় নি। শুক্রবার সকাল থেকে ওকে খুঁজে না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার মাঝে রাতে জয়নগর থানা থেকে আমার বাড়িতে ফোন আসে যে আমার স্ত্রীকে পুলিশ উদ্ধার করে থানায় রেখেছে।আমি শনিবার জয়নগর থানায় এসে স্ত্রীকে নিয়ে যাই। তবে স্ত্রী এর আগে কোনোদিন এভাবে হারিয়ে যায় নি। তবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমার স্ত্রীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জয়নগর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

পুর বিদ্যুৎ কর্মীদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরে পুরকর্মীদের পাশে এবার এগিয়ে এলো তৃনমূল পরিচালিত পুরবোর্ড। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার তরফে পুর এলাকার যেসব অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মী আছে তাদের হাতে পুরসভার তরফ থেকে সেফটি বেল্ট, হেলমেট ও লাইফ জ্যাকেট তুলে দিলেন পুর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ একাধিক কাউন্সিলাররা।পৌর এলাকার এই সব বিদ্যুৎ কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত পুরবাসীদের সেবা করে চলেছে। বাড়ির ও পরিবারের কথা না ভেবে এলাকার মানুষের জন্য তাঁরা এভাবেই বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। পুর সভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, এতদিন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকার বেশিরভাগ বিদ্যুৎ কর্মীদের কোনো রকম হেলমেট, সেফটি বেল্ট ও লাইফ জ্যাকেট ছিলো না। তাই যে কোনো সময় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে যাতে না পারে সেই কথা মাথায় রেখে পুরসভার নিজস্ব উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পুর এলাকার সমস্ত অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মীদের হাতে এই সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হলো। এদিন পুরসভার কয়েক জন বিদ্যুৎকর্মী বলেন, আমাদের মতন কর্মীদের পাশে পুরসভা এইভাবে দাঁড়ানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাইপের গোডাউনে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়েছে জলের পাইপ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলছে। ঘটনাটি জয়নগর ২ নং ব্লকের নয়পুকুরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য ১৯৯৪ সালের ১৯ আগস্ট বাম সরকারের তকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী প্রশান্ত কুমার শূর এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। এটি ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে। এখান থেকে ব্লক হাসপাতাল নিমপীঠ অনেক খানি দূরে। তাই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপরে বহু মানুষ নির্ভরশীল কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ বলে অভিযোগ।এব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হাসপাতালের সামনে নোংরা জল নিকাশি নালা কোনদিন পরিষ্কার হয় না,দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সুস্থ রোগী এলে অসুস্থ হয়ে পড়বে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে। তার উপর এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এলাকার ভেতরে প্রচুর জলের পাইপ ফেলে রাখা হয়েছে, যত্রতত্র ইমারতি দ্রব্য পড়ে আছে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এখানে

নিয়মিত চিকিৎসক থাকেন না, নার্সরাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা সামলান, ওষুধ দেন। বছরের–পর–বছর হাসপাতাল চত্বরে জলের পাইপ পড়ে রয়েছে অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোনো নজর নেই বলে অভিযোগ। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, কয়েক বছর আগে এই এলাকায় জলের পাইপের কাজের জন্য রাজ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর মাত্র কয়েক দিনের জন্য এই জায়গাটা চেয়ে ছিলো। আর এখন জল প্রকল্পের কাজের সমস্তটাই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এলাকার ভেতরে ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে বোঝা যাবে না এটা কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকি জল প্রকল্পের গোডাউন। এ ব্যাপারে জয়নগর দু'নম্বর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, নয়পুকুরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে রাখা জলের পাইপের ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে বারবার বলা সত্ত্বেও তাঁরা এখান থেকে কোন ভাবেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে না ফলে রোগী বা রোগীর পরিবারের অসুবিধা হচ্ছে। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবার আমরা জানাবো। তবে সামনের জল নিকাশি নালা পরিষ্কারের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি স্থানীয় ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। এ ব্যাপারে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সেলেব্রিটিদের উদ্বোধনে নাকাল বহু মানুষ সহ জরুরিকালীন রুগী

কল্যাণ রায়চৌধুরী : আশির দশকের প্রায় গোড়া থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার কালীপুজো সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম অর্জন করে আসছে। পাশাপাশি উৎসবের মনোরঞ্জন ঘটিয়ে চলেছে রাজ্য সহ দেশ–বিদেশের দর্শনার্থীদের। যে কোনও উৎসব বলতেই বোঝায় এক আনন্দঘন পরিবেশ। কিন্তু কালে কালে এইসব উৎসব আনন্দের পরিবর্তে যন্ত্রণা ও বিষাদঘন অবস্থার সৃষ্টি করছে। এর জন্য সাধারণ মানুষের সামাজিক চেতনার অভাবের পাশাপাশি প্রশাসনিক উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল। তারা মনে করেন, ইদানিং যে কোনও উৎসব, অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে মন্ত্রী, সাংসদ, সেলেব্রিটিদের উদ্বোধনের এতবেশি হিড়িক বেড়েছে যে তাদের নিরাপত্তার করণে দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষসহ বহু জরুরীকালীন রুগীদের।

এমনই একজন রুগী সোমনাথ দাশগুপ্ত প্রতিবেদককে বলেন, 'আমি বারাসতের একজন সাধারণ নাগরিক। বারাকপুর রোডের কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। বিগত ২০১৭ সালে আমার ওপেন হার্ট বাইপাস সার্জারি হয়। তারপর থেকে প্রতি ছমাস অন্তর আমাকে চেক আপে যেতে হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী কালীপুজোর আগের দিন কলকাতাতে আমার চেক আপ ছিল। সকাল বেলাতেই আমি যাই। সারাদিন ধরে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সন্ধেবেলা ধকল নিয়ে বারাসত ফিরি প্রায় সাতটা নাগাদ। কিন্তু পুজোকে কেন্দ্র করে চারিদিক বন্ধ থাকায় নাকাল হতে হয়। পুজো আনন্দের জিনিস, তার সাথে সব

বারাসতের কালীপুজো

কিছুই জড়িয়ে আছে। সেগুলো সাধারণ নাগরিক, প্রশাসন সহ সমস্ত ক্লাব সংগঠনগুলোকেও মাথায় রাখতে হবে। ডাকবাংলো মোড় থেকে সন্ধানী ক্লাব মাত্র পা গোনা রাস্তা। সেই সামান্য পথ আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আসতে প্রায় এক ঘন্টা সময় নেয়। সেখান থেকে কলোনি মোড় আসতে আরও প্রায় ঘন্টাখানেক লাগল। আমাদের সাথে আরও দুটো কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্সও দাঁড়িয়ে। হুটার বাজালেও কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। জানা গেল তখন সন্ধানীর পুজো উদ্বোধনে আসছেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তার এসকর্ট ও নিরাপত্তার কারণে এই ভোগান্তি। একজন মন্ত্রীর গাড়ি কখন আসবে তার নিরাপত্তায় আগে থেকেই সমস্ত গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা খালি করা হয়। আমার মতো অসহায় রুগীদের কথা কারও ভাবনাতেই নেই। এটা অত্যন্ত বেদনার।'

পরিবেশবিদ অরিন্দম দে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমার প্রথমেই বোধগম্য হয় না এই বিষয়টা যে, নেতা–মন্ত্রীদের এত নিরাপত্তার প্রয়োজন কি? জন প্রতিনিধিদের তো জনতা জনার্দনেরাই নিরাপত্তা দেবে। তবে অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখার ভিড় সামলানো কঠিন। তাই তাদের নিরাপত্তার দরকার। কিন্তু তা তো প্যান্ডেল এলাকাতেই থাকে। পথে এসকর্ট ভ্যান, কনভয়ের উপস্থিতি যে সাধারণ মানুষের ভয়ের কারণ, তা তো আমরা উপলব্ধি করি হাড়ে হাড়ে। আমার মতে জনজীবনকে স্তব্ধ করে কোনও রকম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুষ্ঠান ও তার উদ্বোধন পর্বের টিআরপি বাড়ানোর যে সমস্ত আয়োজনের আড়ম্বর নজরে আসে, তার সবই একরকম জনজীবনকে অস্বাভাবিক করে তোলার নামান্তর বলে আমি মনে করি। তবে কোনও কোনও জায়গায় নজরে পড়েছে যে এলাকার বিশিষ্ট জন বা শিশুকে দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ফিতে কেটে বা কোথাও আবার গাছ পুঁতে উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। এই ইতিবাচক উদ্যোগ সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সংগঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক ও আচরণে প্রকাশ ঘটুক এই আশা রাখি।'

বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ও শল্য চিকিৎসক ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষরা খুব দুঃখে আছি। আসলে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষকেই প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধা বুঝতে হবে। যেন একজনের জন্য অন্যের সমস্যা সৃষ্টি না হয়। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা অভিপ্রেত নয়।'

চালু হল ক্যানিং প্রেস কর্ণার

আমান মোল্লা : দীর্ঘ বছর ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণারের দাবি জানিয়ে আসছিল মহকুমার সাংবাদিকরা।এমনকি ২০১৭ সালে মার্চ মাসে জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ক্যানিং মহকুমার সাংবাদিকরা আবেদন জানায় ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণারের জন্য।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন জেলা শাসককে নির্দেশ দেন মহকুমা প্রেস কর্ণার করে দেওয়ার জন্য। এরপর কোভিডের কারণে থমকে যায় ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণারটি। তবে ক্যানিং মহকুমা সাংবাদিকরা তোড়জোড় শুরু করলে অবশেষে জেলা শাসকের নির্দেশে ক্যানিং মহকুমা কার্যালয়ে নীচের তালায় একটি রুম দেওয়া হয় ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণারের জন্য। সেখানেই সরকারি ভাবে চালু হয় ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণার। প্রথম পর্যায়ে সরকারি ভাবে প্রেস কর্ণারে দেওয়া হয় ১ টি আলমারি, ১১টি চেয়ার ও ১টি টেবিল।তবে মহকুমা সাংবাদিকরা দাবি জানান ইন্টারনেট লাইন এবং একটি টিভি দেওয়ার জন্য।এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাসন্তী কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল

মন্ডল ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণারের পরিদর্শনে এসে বলেন সাংবাদিকরা ২০১৭ সালে মার্চ মাসে জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে ছিলেন ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণারের জন্য।এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণারটি করে দেওয়ার জন্য। আর সেই নির্দেশেই ক্যানিং মহকুমা কার্যালয়ে চালু হল মহকুমা প্রেস কর্ণারটি। তিনি আরও বলেন এই মহকুমার সাংবাদিকদের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হল।১৯৯৩ সালে চালু হয়ে ছিল ক্যানিং মহকুমা।আর এবারে এই মহকুমা চালু হল সাংবাদিকদের জন্য ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণার।তবে এই প্রেস কর্ণারে ইন্টারনেটের লাইন এবং একটি টিভি যাতে দেওয়া হয় সে বিষয়ে মহকুমা শাসকের জন্য আলোচনা করা হবে।

ফঃ ব্লক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোম্পানী হাঁটাও দেশ বাঁচাও এই দাবিতে, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন–২ নং লোক্যাল কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শ্যামসুন্দরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সুসজ্জিত মিছিল সহ প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। এরপর পতাকা উত্তোলন এবং নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কিষাণ সভার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম শ্যামাপদ ডাঙ্গর। সম্মেলনে দাঁতন–২ নং লোক্যাল কমিটির অন্তর্গত (১) সাবড়া–৪ নং অঞ্চল (২) সাবলীল কোড়বার–৫ নং অঞ্চল (৩) কোরোলদা –৬ নং অঞ্চল থেকে ১৫২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন।

প্যাটেলের জন্মদিনে রান ফর ইউনিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক দপ্তরের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩১ অক্টোবর বারুইপুর বকুলতলা বাজারে রান ফর ইউনিটি কর্মসূচি রূপায়িত হল। ব্যবস্থাপনায় ছিল গাববেড়িয়া আমরা সবাই ক্লাব। ঐদিন ছিল সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মদিন। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসাবেও দিনটি উদযাপিত হয়। ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের ঐক্যকে মজবুত করার জন্য রান ফর ইউনিটি কর্মসূচি পালিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

নস্কর। প্রধান অতিথি ছিলেন বারুইপুর সাব ডিভিশনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর রাখী পাল। তিনি বলেন, সবাই যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে সহজেই আমাদের ঐক্যকে কেউ ভাঙতে পারবে না। এছাড়াও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিতিশ মণ্ডল, সুফল ঘাঁটু, চন্দন মণ্ডল, পার্থ সারথী নস্কর, দপ্তরের এপিএ কপিল কুমার, প্রাক্তন এন ওয়াই ভি এস রিমি মজুমদার প্রমুখ। বর্তমান এন ওয়াই ভি এসের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন তৃপ্তি পাল, সুমন পাড়ুই, গদাধর পাত্র, রমেশ দাস, কৌশিক বাগ, রাকেশ বিশ্বাস, দেবব্রত নস্কর প্রমুখ। মশাল প্রজ্জ্বলন করেন রাখী পাল। তারপর মশাল দৌড়ে প্রায় ৫০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

অবহেলিত মগরাহাট থানা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানা। আয়তন একশত বর্গমাইল। ব্লক অফিস রয়েছে দুটি— মগরাহাট এক নম্বর ও দুনম্বর ব্লক। এই থানা এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ফলে গ্রামবাসীরা হয়েছে আতঙ্কগ্রস্ত। সংবাদে প্রকাশ, থানার সহিত দ্রুত সংযোগ ও তদন্তকার্যে বিলম্বহেতু অপরাধীদের ধরা সম্ভব হচ্ছে না। এই বিরাট থানার শান্তি শৃঙ্খলার গুরুদায়িত্বভার বহন করছেন মাত্র চারজন অফিসার ও চৌদ্দজন কনষ্টেবল।

থানার কাজ চালানোর জন্য অফিস থেকে যে গাড়িটি দেওয়া হয়েছে তা অধিকাংশ দিনই থাকে অকেজো। খবরে প্রকাশ এই অকেজো গাড়ীটির জন্য সরকারকে ভাড়া দিতে হয় দৈনিক পঞ্চান্ন টাকা। আরও প্রকাশ, উস্তি মগরাহাট রাস্তায় বানেশ্বরপুরের কালভার্টটি তৈরির জন্য ২৭,০০০ টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দু'বছরেও তার কাজ শেষ হল না। ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সহিত থানার সড়কপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের অভিমতে এই অঞ্চলে ব্লক অফিসের মত দুটি থানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে থানায় সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানোর জন্য অফিসার ও কনষ্টেবল সংখ্যা বাড়ানো হোক ও একটি জীপগাড়ী স্থায়ীভাবে দেওয়া হোক– এ সম্পর্কে আমরা জেলা শাসক ও পুলিশ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৭ম বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা/ ১৬ই কার্তিক, ১৩৭৯ : বৃহস্পতিবার ২রা নভেম্বর, ১৯৭২

যত অপরাধ বীরভূমে

তৃনমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়িতে ঝাঁট দেওয়ার সময় তৃণমূল নেতা ইসরাইল শেখের বাড়িতে মজুত রাখা বোমা ফেটে জখম হলো এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে মুরারই দুই নম্বর ব্লকের পাইকর থানার জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পঞ্চহর গ্রামে পয়লা নভেম্বর সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ। জখম মহিলাকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইসরাইল শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পঁয়ত্রিশটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পাইকর থানার পুলিশ।

অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩১ অক্টোবর গভীররাতে ষাট নম্বর জাতীয় সড়কে বড়কুড়ি মোড় থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত এক যুবককে গ্রেফতার করে খয়রাশোল থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মুজিবুর রহমান খান (২৩)। মঙ্গলবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতকে চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

কয়লা পাচার রুখলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩০ অক্টোবর রাত্রে হরিদাসপুর জয়পুর রাস্তায় আটটি মোটরবাইক থেকে প্রায় সাড়ে চার কুইন্টাল কয়লা উদ্ধার করলো নলহাটি থানার পুলিশ। আটটি মোটরবাইক উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

উদ্ধার নকল সিম কাড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের সাফল্য বীরভূম জেলা পুলিশের। ডিএসপি ডিএনটি অয়ন সাধুর নেতৃত্বে সাঁইথিয়া থানা এবং সাইবার ওসির নেতৃত্বে সাইথিয়া এলাকা থেকে ছয়হাজার নকল সিম কার্ড,ছয়শো উনচল্লিশটি নকল আধার কার্ড,দশটি স্মার্ট ফোন, পঁচিশটি কি প্যাড, মোবাইল,ল্যাপটপ,রাউটার, কালার প্রিন্টার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো অমিত মন্ডল,কার্তিকচরন মন্ডল, মানব মন্ডল এবং প্রনব মন্ডল। ধৃতদের বাড়ী সাঁইথিয়া থানার কাগাস গ্রামে। তেইশে অক্টোবর সন্ধ্যায় সিউড়ী পুলিশ লাইনে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী।

শুভেন্দুর সঙ্গে সিউড়ির দুই তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ অক্টোবর সন্ধ্যায় সিউড়ি বড়বাগান ত্রিনাথ মন্দির এবং ডাঙ্গালপাড়া রেডরোজ ক্লাবের কালীপুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বামনী কালীমন্দিরে পুজো দেন। সেখানেই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা যায় সিউড়ি পুরসভার দুই তৃণমূল কাউন্সিলরকে। সেই ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। যা ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগে নি। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এই দুই তৃণমূল

কাউন্সিলর হলেন সিউড়ি পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ওরফে উতু এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কুন্দনকুমার দে। তাহলে কি এবার এই দুই তৃণমূল কাউন্সিলরকে শীঘ্রই গেরুয়া শিবিরে দেখা যাবে? যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৫ নভেম্বর- ১১ নভেম্বর, ২০২২

ম্যান মেড আর কত কাল

গুজরাটের মরবিতে মৃত্যু পরোয়ানা নিতেই যেন টিকিট কেটে মৃত্যু ফাঁদে ঝুলন্ত সেতুতে উঠেছিলেন চারশোজন। ব্রিটিশ আমলের পুরনো ব্রিজের স্বাস্থ্য ফেরাতে দুকোটি টাকা ব্যয় করা হলেও ৩৫ বছরের লিজে থাকা ব্রিজের সংস্কারের পর ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়াই মুনাফার লোভের বলি হল শতাধিক পুণ্যার্থী। এ দায় কার সে নিয়ে চাপান উতোর চলতেই থাকবে কিন্তু যারা হারিয়ে গেলেন, সেই শূন্যতাকে নিয়েই সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি আগামী দিনগুলি কাটাবেন। আর্থিক অনুদান হয়ত সাময়িক স্বস্তি দেবে কিন্তু সময় ছাড়া সে ক্ষত নিরাময় হবার নয়। এ রাজ্যে মাঝের হাট ব্রিজ কিংবা পোস্তা উড়াল পুলের বিপত্তি আজও রাজ্যবাসীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল। গুজরাটের মচ্ছু নদীর ওপর ঝুলন্ত অভিশপ্ত ব্রিজের মতই অনেক ব্রিজ এ দেশে আছে। বিশেষ করে লছমন ঝোলা ও হৃষিকেশের ঝুলন্ত সেতু অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন হলেও সেগুলির স্বাস্থ্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কিনা সে ব্যাপারে সতর্কতা প্রয়োজন। সারা দেশ জুড়েই এমন অজস্র ব্রিজ, কালভার্ট, উড়াল পুল জনজীবনকে সজীব রেখেছে।

এ রাজ্যের অসংখ্য সেতু কালভার্ট রয়েছে। সেগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়মিত জরুরি। গুজরাটের বিপর্জয়কে নিছক দুর্ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। মানুষের গাফিলতির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সংস্থার প্রতারণার খবর সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে। লোহার দড়িগুলিকে না বদল করে মরচের ওপরেই সবুজ রঙ করা হয়েছে এমনটাই অভিযোগ সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে দুর্গা পুজোর ভাসানের সময় মালবাজারে হরপা বানে সলিল সমাধির খবর এরাজ্যে আলোড়ন তুলেছিল। সেখানেও মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজের অভিযোগ ওঠে। প্রশাসনের গাফিলতি যখন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় তখন ভুল সংশোধনের পরিবর্তে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা, অবশ্য এই কারণেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন ও বিচারের সুযোগ ঘটে আম জনতার।

এক সময় পশ্চিমবঙ্গে যখন বন্যায় ভেসে যেতো তখন থেকেই 'ম্যান মেড' শব্দটি রাজনৈতিক মহলে এবং গণ মাধ্যমে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। আসলে মানুষের গাফিলতি যখন মানুষকে অসহায় করে তোলে এবং সেই ঘোলা জলে যখন রাজনীতিকরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করেন তখন তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও লজ্জাজনক। সব দেশেই কমবেশি এমন ঘটনা ঘটে। সাধারণ মানুষের স্মৃতি দুর্বল বলে কমবেশি রাজনীতিকরা মনে করেন। সেই সব ক্ষেত্রে অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা এবং 'ম্যান মেড' ঘটনা মানুষের কাছে গুলিয়ে যায়।

গুজরাটের বিপর্যয় কিংবা মালবাজারের হরপা বান সম্পূর্ণ সমার্থক না হলেও 'ম্যান মেডে'র অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। কলকাতা শহরের মতো অনেক বড় শহরেই বৈদ্যুতিক বাতিস্তম্ভে বৈদ্যুতিক ত্রুটির জন্য অসময়ে অনেক মানুষেরই প্রাণ হানির ঘটনা ঘটেছে। রাস্তার অব্যবস্থায় এবং চালকের নির্বুদ্ধিতায় প্রাণহানির ঘটনা নতুন নয়। ঝড়-বৃষ্টির দিনে ম্যানহোলে মৃত্যু কিংবা বৈদ্যুতিক তারের স্পর্শে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সাময়িক ক্ষোভ-বিক্ষোভ উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির খবর আর কেউ রাখে না। নানা প্রতিশ্রুতি কিংবা পথ অবরোধ কিছুই স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারে না। অথচ একটু সতর্কতা, নাগরিক ও জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হলে এই সব বিপর্যয় প্রাণহানি থেকে সহ নাগরিকরা প্রাণে বেঁচে যেতে পারেন। প্রত্যেকটি প্রশাসনেরই দৃঢ় হাতে আগামী দিনে যাতে এমন একটিও 'ম্যান মেড' বিপর্যয়ের ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে কার্যকরী আইন প্রণয়ন করতে হবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

যিনি সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের আধার, সত্যস্বরূপ সেই পরমব্রহ্মকে নমস্কার। যাঁর অধিষ্ঠান কারণে জ্ঞেয়-জ্ঞাতা-জ্ঞান, দৃশ্য-দ্রষ্টা-দর্শন, হেতু-কর্তা-ক্রিয়া সতত স্ফূরিত হয়, জ্ঞানস্বরূপ সেই পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যে অনন্ত আনন্দকণা অভ্রান্তস্বরূপ সর্বত্র নিত্য স্ফূরিত ও জীবজগতের স্বরূপরূপে নিত্য বিদ্যমান, পরমানন্দস্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে নমস্কার করি।

সুতীক্ষ্ণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মোক্ষ বিষয়ে সংশয়াকুল হয়ে অগস্ত্য মুনির সমীপে এসে জানতে চাইলেন, কেবলমাত্র জ্ঞান অথবা শুধুমাত্র কর্ম, কিংবা জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন, কোন পথ মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়। অগস্ত্য মুনি বললেন- বিহঙ্গ যেমন তার দুই ডানা সঞ্চালন ক'রে আকাশে ওড়ে তেমনই জ্ঞান ও কর্মের অবলম্বনই মোক্ষ-গগনে বিচরণের উত্তম উপায়। কেবল কর্ম বা শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। এই প্রসঙ্গে এক ইতিহাস বলছি, শোন। অগ্নিবেশ্য ঋষির পুত্র কারুণ্য বেদ-বেদান্তাদি অধ্যয়ন সত্বেও বিহিত কর্মত্যাগ করায় পিতা অগ্নিবেশ্য পুত্রকে উদাসীনতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কারুণ্য শ্রুতি-স্মৃতি উল্লেখ করে জানালেন পূজা-সন্ধ্যা-যজ্ঞাদি নিত্য কর্তব্য, অথচ ইতিহাসে দেখা যায় যে, মহাত্মাগণ ত্যাগ ও কর্মসন্ন্যাস দ্বারা পরমপদ লাভ করেছেন। এই পরস্পর বিরোধী পথের সিদ্ধান্তে তিনি বিভ্রান্ত। পুত্রের সংশয় দূর করতে ঋষি বললেন, বৎস! আমি তোমায় কাহিনীচ্ছলে যা বলছি, তা মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে তুমি সঠিক পথ পাবে। সুরুচি নামক এক অপ্সরা হিমালয়ের শিখর দেশে বসে এক দেবদূতের পুনঃ পুনঃ গমনাগমন দেখে কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন করে জানলেন ইন্দ্রদেব বহু উপহার-আড়ম্বর সহ রাজা অরিষ্টনেমির সকাশে দেবদূতকে প্রেরণ করেন,তাঁকে স্বর্গভোগের আমন্ত্রণ জানিয়ে। রাজা অরিষ্টনেমি আগন্তুক দেবদূতের কাছে স্বর্গের বৈশিষ্ট্য জানতে চাইলেন। দেবদূত তাঁকে বললেন, সঞ্চিত পুণ্যের তারতম্য অনুযায়ী সকল স্বর্গবাসী কমবেশি সুখ-বিলাস-ভোগের অধিকারী হয়ে থাকেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

এক টুকরো পুরোনো কলকাতা

প্রকৃত গণতন্ত্রের উদাহরণ লিজ–এর পদত্যাগ

নির্মল গোস্বামী

ছ'সপ্তাহের মাত্র মেয়াদ কাল। প্রধানমন্ত্রী লিজ ইস্তফা দিলেন। তিনি বললেন, যে কাজের জন্য জনগণ আমাকে পাঠিয়েছিলেন তা সম্পাদন করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তাই পদ থেকে সরে যাচ্ছি। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে যখন তিনি বসেন তখনই অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে রাজমুকুট নয়, কাঁটার মুকুট তিনি পরতে চলেছেন। ইংল্যান্ডের ধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরায় স্বাভাবিক ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনা যে সহজ কাজ নয় তা লিজও যে জানতেন না তা নয়। তবুও প্রবল চ্যালেঞ্জকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সনকের সঙ্গে নেক টু নেক ফাইট করে। তাঁর পদত্যাগের আগে অর্থমন্ত্রী এবং আরও একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। তবুও ইচ্ছা করলে তিনি এই মর্যাদা পদ আঁকড়ে আরও কিছুকাল কাটাতে পারতেন। তা তিনি করেন নি। এবং তাঁর দল তো তা অনুমোদন করেনি নিশ্চয়। বিরোধীদল সত্বর নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন। ইংল্যান্ডের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি কি হবে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। শ্রীমতী লিজের কাছ থেকে ভারতীয় রাজনীতিবিদের শিক্ষণীয় বিষয় একটা আছে। সেটা হল যে, অক্ষমতার নির্ভীক স্বীকার। জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করাটাই যে প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম কাজ এবং সেই কাজের সফলতা, ব্যর্থতার উপর ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র নৈতিক অধিকার থাকে এই সত্যটা বিশ্ববাসীর কাছে সোচ্চারে ব্যক্ত করলেন মাননীয়া লিজ। তাঁর পরে ওই পদ অলংকৃত করতে যিনি আসবেন তাঁর পথটা এবং কর্তব্যটা চিনিয়ে দিয়ে গেলেন লিজ। তিনি ব্যর্থ কিন্তু পদলোভী, ক্ষমতালিপ্সু নেত্রী নন। তিনি যে আন্তরিক সচেষ্ট ছিলেন, পদ ত্যাগের মাধ্যমে সেই বার্তাটাই জনগণের কাছে পৌঁছে দিলেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরলেন।

এই প্রেক্ষাপটে যদি ভারতবর্ষের রাজনীতিকদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সততার বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তা হলে চরম হতাশ হতে হয়। যদিও ভারতবাসীরা ইউরোপের বিশেষ করে ব্রিটিশের কাছ থেকেই গণতন্ত্রের শিক্ষা এবং দীক্ষা লাভ করেছে। এই কথা শুনে অনেকে আবার রে রে করে উঠবে। তারা প্রাচীন ভারতের মানে তিন হাজার বছর আগে যেতে জনগণের কথা টেনে এনে গণপরিষদের কথা উল্লেখ করবে। এ বিষয়ে আমাদের একটা প্রবাদ আছে 'কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছি, আজ হাত শুঁকলে কী তার গন্ধ পাওয়া যায়।' ফলে কু যুক্তি না দিয়ে সাহেবদের ঋণ স্বীকার করাটাই আমাদের কর্তব্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্টি, সংস্কৃতি দেশের সীমায় আবদ্ধ থাকে না। মানব সমাজের উন্নতিতে যা কাজে লাগে তা গ্রহণ করার মধ্যে হীনমন্যতা থাকার কথা নয়। উল্টে মনের উদারতাই প্রকাশ পায় এবং প্রগতিশীলতা বজায় থাকে। ঐতিহাসিক ভাবে আমরা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে উদার মানবতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে পরিচিত হই।

অথচ এটাই আশ্চর্যের যে, আমাদের শাসকরা সেই উদারতা বা গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় রাখতে অপারগ হয়। আমাদের দেশের শাসকরা নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষাই করে না। উল্টে তা স্মরণ করিয়ে দিলে বলে ওই 'জমলা' ছিল। তারা নিজেরাই স্বীকার করছে যে তারা প্রতিশ্রুতির নামে জনগণকে ধোঁকা দেয় একটা গণতান্ত্রিক দেশের শাসকরা কি ভাবে এই ধোঁকা দেবার সাহস পায় এটা ভেবেই আশ্চর্য হতে হয়। ইংল্যান্ড আমেরিকার শাসকরা এ জিনিস কল্পনাও করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী নিজ মুখে ঘোষণা করেছিলেন যে, নোট বন্দির সুফল যদি না দেশ পায় তাহলে চৌরাস্তায় আমার বিচার করবে জনগণ। যে উদ্দেশ্যে নোট বন্দি হয়েছিল তা সম্পূর্ণটাই ব্যর্থ হয়। শুধুমাত্র জনগণের অশেষ দুর্গতি হয়। পদত্যাগ তো দূরের কথা জনগণের কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চায়নি প্রধানমন্ত্রী। বাজারদর কমাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে জ্বালানী গ্যাস থেকে তেলের ডবল মূল্য বৃদ্ধি ঘটলেও এদেশের শাসকরা ব্যর্থতার দায় নিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে শেখেনি।

একটা রাজ্য সরকার সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় নেতা-মন্ত্রী অফিসাররা জেলে ঢুকেছে তবুও মুখ্যমন্ত্রীর কোন দায় নাকি নেই। লজ্জা পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টে লম্বা চওড়া কথা। দেশের সর্বোচ্চ এজেন্সি কেন তদন্ত করছে তার বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইউরোপের কোন দেশের মানুষেরা এ জিনিস কল্পনাও করতে পারেন। নেতামন্ত্রীরা টাকা নিচ্ছে ছবি আছে। কোন মন্ত্রী টাকা কেন নিয়েছে বলছে না। টাকার পরিমাণ কমলে বলছে, 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না।' অর্থাৎ তিনি লাখে নয়, কোটিতে খেলেন। অডিও ক্লিপিংয়ে জনগণ শুনছে তবুও নেতার হেল দোল নেই। মন্ত্রীসভার কোন বিকার নেই। মুখ্যমন্ত্রী কোন নৈতিক দায়বদ্ধতা অনুভব করেন না। তার কারণ মানুষ তাদের ভোট দিচ্ছে।

ভোটে জেতার প্রকৃত অর্থ হল জনগণ তোমায় বিশ্বাস করে দেশে পরিচালনায় দায়িত্ব অর্পণ করেছে। নেতাকে আরও সৎ হতে হবে। কাজকর্ম স্বচ্ছতার সঙ্গে করতে হবে। নিজের বা দলের স্বার্থের উর্দ্ধে দেশের স্বার্থকে দেখতে হবে। নেতা মানে জনগণের অভিভাবক। জনগণ তাদের অনুকরণ করবে। ভোটে জেতা মানে জনগণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা নয়। ভোটে জেতা মানে যা ইচ্ছা তাই করা নয়। দায়িত্বের প্রকৃত অর্থ মিসেস লিজা বুঝেছিলেন বলেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন। আর আমাদের দেশের নেতারা ভোটে জেতে জনগণকে শাসক করতে। নিজের আখের গোছাতে। লাগাম ছাড়া দুর্নীতি করতে।

আমাদের সংবিধানের বেশির ভাগ অংশই নেওয়া আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের সংবিধান থেকে। কিন্তু শাসকদের মানসিকতার এতো ফারাক কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজরা যতই সুসভ্য জাতি হোক না কেন তারা এদেশের সম্পদকে চিরস্থায়ীভাবে লুঠ করার জন্যই শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল। একটা পদানত জাতিকে দমিয়ে রেখে শাসন-শোষণ করার লক্ষ্যেই তারা আইনকানুন তৈরি করেছিল। তাদের দেশের স্বাধীন নাগরিকদের মতো উন্নত গণ-তান্ত্রিক বোধ এদেশের মানুষদের গড়ে উঠুক এটা তারা চায়নি। উপনিবেশিক কালা কানুন বজায় রাখার জন্য তারা একদল লোভী, দুর্নীতি পরায়ণ, স্বার্থপর দেশীয় আমলা তৈরি করেছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সেই উপনিবেশিক শাসনের অবশেষ বয়ে বেড়াচ্ছে দুটি বিভক্ত দেশ। ইংরেজদের থেকে শাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেছিল এদেশের নেতারা। অসৎ আমলা আর ক্ষমতালিপ্সু নেতাদের একটা যোগসাজস গড়ে উঠল অচিরেই। স্বাধীন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তাই গড়ে ওঠে নি নেতাদের। সেই একই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র। চালকের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। ইংরেজদের তৈরি দমনমূলক পুলিশ আইন ৭৫ বৎসর পরেও বর্তমান আছে। কোনো শাসক তাকে বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কারণ তারা শাসক আর জনগণ তাদের চাকর-বাকর। কোন দিন স্বাধীন নাগরিক বলে তাদের মনে করেনি।

২১ অক্টোবর মৈরাংয়ে অখণ্ড ভারতের স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করে ছিলেন নেতাজি সুভাষ। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের মহৎ পরিনামের সুফল ভারতবাসী পেল না অদৃষ্টের ফেরে নাকি ষড়যন্ত্রে জালে- সেই প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত ছিল স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনা। স্বাধীন নাগরিক, স্বাধীন শাসক, স্বাধীন আমলা যারা উপনিবেশিক শাসনের আচ্ছন্নতা মুক্ত হয়ে দেশ গঠনের জন্য শাসনভার গ্রহণ করবে। তা হয়নি। তাই অমৃত মহোৎসবের আয়োজন যতই হোক। তা থেকে গণতান্ত্রিক চেতনার অমৃত বিন্দু বর্ষিত হবে না। তা ক্রমশ জটিল সংসদীয় ফ্যাসিবাদের দিকে এগিয়ে থাকে।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' : ঘোর কাটছে বিপন্ন বঙ্গনারীর

দেবাশিস রায়

'ল'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের একটি প্রকল্প। গত বিধানসভা নির্বাচনের পরপরই চালু হওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রকল্প ঘিরে মহিলা মহলে প্রথমপ্রথম ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়।এমনকি, সাধারণ মহিলাদের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পে সরকারি অনুদানের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ঢুকতেই চারিদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনিও শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। অচিরেই সেই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নিয়ে ঘোর কাটতে শুরু করেছে বঙ্গনারী মহলের এক বিরাট অংশের। এই প্রকল্পে প্রাপ্ত মাসিক অনুদানের সামান্য টাকাটা আর মন ভোলাতে পারছে না চরম আর্থিক সংকটে ভুগতে থাকা লক্ষ লক্ষ পরিবারের বিপন্ন মহিলাদের।নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অবিরত মূল্য বৃদ্ধি, ঘরে ঘরে বেকারত্ব সহ প্রতিনিয়ত চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত পরিবারের মহিলাদের আর উৎসাহিত করে না 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। অসহনীয় পরিস্থিতিতে কোণঠাসা এই বিপন্ন পরিবারগুলি চায় আর্থিক নিশ্চয়তার লক্ষ্যে সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান। নিত্যকার অভাবের মধ্যে সংসার চালাতে হিমশিম খাওয়া রমণীরা এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূলী নেতা-কর্মীদের মাতামাতিতে ভোট রাজনীতির গন্ধ খুঁজে পাচ্ছেন। কোনও প্রকল্পে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ মানেই যে সরকারি অনুগ্রহ লাভ নয় এবং সেই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে কোনওভাবেই ভোটের রাজনীতি করাও যায় না বলে বিপন্ন মহিলাদের অনেকেই ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন।এদিকে রাজ্যবাসীর এমনতর বিরূপ মনোভাব বুঝতে পেরেই সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে অসংখ্য দুর্নীতি হয়েছে। সেসব দুর্নীতি, বেনিয়ম সহ কোটি কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্ত করছে সিবিআই, ইডি প্রভৃতি এজেন্সি।ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেক রাঘববোয়ালকে। এরাজ্যে সরকার চাকরি ও কর্মসংস্থান নিয়ে বেকারদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ছিনিমিনি খেলছে। সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস প্রভৃতি নেতৃত্বের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের একাংশের দাবি, রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত খেলা থেকে মেলায় ব্যস্ত। জনগণের করের টাকায় বছরভর উৎসবের নামে মোচ্ছব চলছে আর তাতে মেতে রয়েছেন শাসকদলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে কেষ্টবিষ্টুরা। রাজ্য সিপিএমের সম্পাদক মহঃ সেলিম দিনকয়েক আগেই বর্ধমানে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিক সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে সমালোচনা করার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুতে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন। রাজ্য ডিওয়াইএফআইয়ের সদস্য বীরেশ্বর নন্দী বলেন, উন্নয়নের নামে একাধিক অনুদান দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর কৌশল নিয়ে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার। আদতে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও গঠনমূলক উন্নয়নই হয়নি। সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত সচেষ্ট। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের চালাকিটা ধরে ফেলেছে। রাজ্যের একাধিক বিজেপি এবং কংগ্রেস নেতৃত্বও বিভিন্ন ইস্যুকে হাতিয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেস সহ রাজ্য সরকারকে প্রতিনিয়ত বিঁধে চলেছেন। এককথায়, রাজ্য সরকারের বেশিরভাগ উন্নয়নমূলক

প্রকল্পকে বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীর ভোট রাজনীতির কৌশল বলে মনে করছে। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই একাধিক মাধ্যমে প্রায়শই এরকম ছবিটা ধরা পড়ছে। অন্যদিকে, লক্ষ কোটি টাকা ঋণের দায়ে জর্জরিত একটা রাজ্য সরকার উন্নয়নের বাহানায় বছরভর কীভাবে খেলা, মেলা, খয়রাতি, উৎসব নিয়ে মেতে থাকতে পারে এপ্রশ্নও বিভিন্ন মহলে উঠতে শুরু করেছে। এমনকি, এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেও কান পাতলেই উল্টো সুর শোনা যায়।তবে, দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় তা অনেক সময়ই বাইরে প্রকাশ পায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকেই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা-কর্মীদের নানাবিধ দুর্নীতি, টেট কেলেঙ্কারি, আর্থিক বেনিয়ম দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প, দুয়ারে রেশন', দুর্গাপুজোয় আর্থিক অনুদান সহ সিংহভাগ বিদ্যুৎ মাশুল মকুবের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গেও তাঁরা অসন্তুষ্ট। তাঁদের কাছে এসবই হটকারী সিদ্ধান্ত এবং এই কারণেই ঋণগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গ আরও সমস্যায় পড়ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক এমনই রাজ্য ও জেলা তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, রাজ্য সরকারের নানাবিধ হটকারী সিদ্ধান্তে মানুষ বিরক্ত। এর কুফল ভোগ করতে হবে দলকে। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পরিবারের আর্থিক সংকট চরমে।গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র দরিদ্র পরিবারগুলি বিপন্ন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্রমাগত ধাক্কায় বেসামাল সাধারণ মানুষগুলি। তাদের সংসার চালানোর মতো টাকা নেই। অসংখ্য পরিবারের প্রতিনিয়ত চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটছে। এসব নিয়ে বিরোধীরা যখন জনমত গঠন করতে ময়দানে নামছে, মানুষ কিন্তু তাদের বক্তব্যও সমর্থন করছে। এর সঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সৌজন্যে সামনে এসেছে ঋণের দায়ে রাজ্য সরকারের অর্থনীতি নুয়ে পড়ার ছবি। মানুষ বুঝতে শুরু করেছে প্রত্যেক রাজ্যবাসীর মাথার উপর চাপছে ঋণের বোঝা আর সেটা ঢাকতেই দান খয়রাতির রাজনীতির আশ্রয় নিচ্ছে শাসক দল। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই মোহভঙ্গের প্রভাব পড়ে কিনা সেটাই এখন দেখার।

দেশ দেশান্তরে

শ্রমের চাহিদা

প্রণব গুহ

ভারতে যখন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নিয়ে রাজনৈতিক মহল চিন্তিত তখন ঠিক উল্টো ছবি ধরা পড়ছে কানাডায়। এই উন্নত দেশটি জন্মহার বিশ্বের সর্বনিম্ন। এক নারী প্রতি ১.৪ শিশুর মধ্যে রয়েছে বিশ্বের প্রাচীনতম জনসংখ্যার এই দেশটির হার। কানাডা জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯ লক্ষ মানুষ ২০৩০ সালের মধ্যে অবসর গ্রহণের বয়সে পৌঁছে যাবে। স্বভাবতই যুব জনসংখ্যার কমতিতে ঘাটতি পড়েছে শ্রমে। ফলে চিন্তা বাড়ছে কানাডার প্রশাসনের কিভাবে সামাল দেওয়া যাবে বিপুল শ্রমের চাহিদাকে। ইতিমধ্যে অভিবাসন লক্ষ্য বাড়িয়ে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ অভিবাসী আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কানাডা। কানাডার অভিবাসন মন্ত্রী শন ফ্রেজার জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি অভিবাসীকে অর্থনৈতিক অভিবাসী বিভাগের আওতায় আনার লক্ষ্য রয়েছে কানাডার। তিনি বলেন কানাডা ২০১৪ সাল থেকে দ্বিগুণ অভিবাসীদের ৪ লক্ষ ৩১ হাজারে উন্নীত করার আশা করছে। কানাডা চায় ২০২৩

সালে অভিবাসীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৫ হাজারে নিয়ে যাওয়ার। পরের বছর যা ৪ লক্ষ ৮৬ হাজারে পৌঁছবার কথা। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে যা পৌঁছবে ৫ লক্ষের লক্ষ্যমাত্রায়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে লিঙ্কডইন পোস্টে লিখেছেন, এই পরিকল্পনাটি বলে দিচ্ছে আমরা কিভাবে সামনের বছরগুলিতে আমাদের লক্ষ্য বাড়াতে যাচ্ছি এবং এটি প্রতিভার জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গন্তব্যগুলির মধ্যে আমাদের স্থানকে শক্তিশালী করবে। তিনি আরও বলেন, অভিবাসন অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে এবং ব্যবসায়ীদের তাদের প্রয়োজনীয় কর্মী খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। তাদের কর্মী চাহিদা পুরণেও সহায়তা করবে এই পরিকল্পনা।

কানাডা যখন শ্রম ঘাটতি মেটাতে রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসীদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আশা করছে তখন ভারতসহ উন্নতশীল মেধাযুক্ত দেশগুলির কাছে এই আহ্বান এক অনন্ত সুযোগ। ভারতে দু'বছর কোভিড কাল পেরোনর পর কাজের সুযোগ ক্রমশ কমছে। যারা মহামারিকালে কাজ হারিয়েছেন তারাও এখনও পর্যন্ত সঠিক কাজ খুঁজে নিতে পারে নি। এককথায় শ্রমের হাহাকার চলছে ভারতের মতো দেশে। জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ করে মেধা যুক্ত যুব শক্তি রোজই কাজের জন্য ব্যর্থ ধর্না দিচ্ছে সরকারি বেসরকারি সংস্থায়। তাদের কাছে কানাডা হয়ে উঠতে পারে রুজি রোজগারের গন্তব্যস্থল, এটা নিশ্চিত যে কানাডার অভিবাসন সুযোগ গ্রহণ করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রম শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারত সরকার যদি কানাডার সঙ্গে সৌহার্দ্য বাড়িয়ে নিজের দেশের মেধা শ্রমকে সুযোগ করে দিতে পারে তা হবে সরকারের সাফল্যের চাবিকাঠি।

ইতিমধ্যেই ভারতীয় মেধার রপ্তানির চলছে নানা দেশে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া সহ ইউরোপ জুড়ে ভারতীয় মেধার রমরমা জারি রয়েছে। তবে সেটা সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকারী ভাবে মেধা রপ্তানির ভাবনা ভারতে এখনও সেভাবে ভাবেনি সরকার। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নয়া আধুনিক প্রযুক্তির আমদানিতে বিভিন্ন সংস্থায় কাজের সুযোগ কমছে ভারত সরকার 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'স্কিল ইন্ডিয়া', 'মুদ্রা যোজনার' মতো নানা প্রকল্পে যুব শক্তিকে রোজগার বাড়ানোর সহায়তার কথা বললেও এদেশের উপচে পড়া শ্রমশক্তির পক্ষে তা নিতান্তই নগন্য। ভারতে শিক্ষিত শ্রম যেমন কাজের জন্য হাহাকার করছে তেমনই রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে অশিক্ষিত শ্রমও। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলেছে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতিক ও আমলাদের দুর্নীতি। কানাডার এই সুযোগ ভারত নিতে পারলে তা হবে ভারতীয় শ্রমশক্তির পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ।

পাঠকের কলমে

রান্নার গ্যাস নিয়ে অবৈধ কারবার বন্ধ হোক

বর্তমানে অবিরত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ধাক্কায় ছাপোষা সাধারণ মানুষের নাকানিচোবানি অবস্থা।সংসার চালাতে পদে পদে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এককথায়, নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতো পরিস্থিতি। পাশাপাশি গোদের ওপর 'বিষফোঁড়া'র মতো দফায় দফায় রোগব্যাধির আক্রমণে নাস্তানাবুদ সাধারণ গরিব মানুষগুলি।এককথায় চরম অসহনীয় পরিস্থিতির শিকার সমাজের নিচুতলার লাখো লাখো মানুষ। এদিকে, এমনতর পরিস্থিতির মধ্যেই প্রতিনিয়ত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় রান্নার গ্যাস অর্থাৎ এলপিজির দাম। অথচ পাড়ায় পাড়ায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী সরকারি ভর্তুকিযুক্ত এই রান্নার গ্যাস(এলপিজি) নিয়েই অবৈধ উপায়ে রমরমা কারবার চালিয়ে আর্থিকভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছেন। যাতে মনে হচ্ছে, কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষ মাস দশা। অসাধু কারবারিরা একাধিক উপায়ে ভর্তুকিযুক্ত অসংখ্য ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডার সংগ্রহ করে সেগুলি মোটা টাকা মুনাফায় বিয়ে, অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া দিচ্ছেন। একইসঙ্গে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতিতে এসব সিলিন্ডার থেকেই অটোরিকশ সহ ছোটোখাটো সিলিন্ডারেও গ্যাস রিফিলিংয়ের লাভজনক কারবার চলছে। শুধু তাই নয়, এসব ঘরেলু এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের ওপর ভিত্তি করেই পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা হোটেল, রেস্তোরাঁ, তেলেভাজা সহ মিষ্টির দোকানগুলিরও কারবারও বেশ রমরমা। অথচ, ব্যবসায়িক কারবারের জন্য কমার্সিয়াল এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার (বিশেষ রং সম্বলিত) ব্যবহারের বিধিসম্মতভাবে সরকারি নির্দেশ থাকলেও তা বেশিরভাগ জায়গাতেই মানা হয় না। আর প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনে ঘটে চলা এই অবৈধ কারবারের কথা সাধারণ মানুষের কারও অজানা নয়।শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র এই অবৈধ উপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে একশ্রেণির কারবারিরা প্রতিনিয়ত যেরকম আর্থিকভাবে ফুলেফেঁপে উঠছে তাতে এবিষয়ে পুলিশ-প্রশাসনের কোনও নজরদারি আছে বলে তো মনে হয় না। দেশ তথা রাজ্যের সর্বত্র একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সকলকে চলার নিয়মরীতি থাকলেও এধরনের বৈষম্য পদে পদে চোখে পড়ে। একশ্রেণির মানুষ যাবতীয় রীতিনীতি মেনে চলে গরিব থেকে আরও গরিব হচ্ছে, আর একটা শ্রেণি রয়েছে যারা সর্বদা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবৈধ, অনৈতিক উপায়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে টাকার পাহাড় গড়ছে। সর্বত্র যদি আইনের শাসন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হত এবং পুলিশ-প্রশাসন সদর্থক ভূমিকা পালন করত তাহলে এধরনের কোণায় কোণায় অবৈধ কারবার রমরম করে চলতে পারত না। বর্তমানে ১১০০ টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষকে একটি ঘরেলু এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে হচ্ছে। আর সেই ঘরেলু এলপিজি সিলিন্ডার নানা ঘুরপথে সংগ্রহ করে মোটা মুনাফা লুটছে অসংখ্য অসাধু কারবারী। এই অনৈতিক, অবৈধ কারবার বন্ধ করতে প্রশাসন শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র জোরদার অভিযান সহ নিয়মিত কড়া নজরদারি চালাক।

সত্যসাধন মণ্ডল
আউশগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান

সচেতনতার পাঠ

প্রথম পাতার পর

তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের গড়ে তুলতে হবে এমনভাবে যাতে তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে পুলিশের দুর্নীতির কথাও। সমাজকে সঠিকভাবে তৈরি করার গুরু দায়িত্ব পুলিশের হাতে সঁপে দেওয়া রয়েছে কিন্তু পুলিশের রাজনীতিকরণে আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেই গরিমা। সব থেকে মজার বিষয় হলো আগে বাচ্চাদের ভয় পাওয়ানোর জন্য পুলিশের নামের সাহায্য নিতেন সকলে কিন্তু পুলিশের জীবিকা এখন এক হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে গরিমা হারাচ্ছে তাদের উর্দি। অন্যান্য দেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ সেখানে সদা সর্বদা মানুষের পাশে এবং সঠিক তদন্তে বিচার পায় মানুষ। কিন্তু আজ আমাদের দেশের পুলিশ সত্যিই অসহায়। চিন্ময় বাবু তাঁর বক্তব্যের মধ্যে হঠাৎ করেই কারোর উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন, অবিলম্বে তারা যেন হাসারস বন্ধ করে। সে সময় মনে হয়েছিল আধিকারিকেরা যেন টাইম মেসিনে পৌঁছে গিয়েছিল শিশু বালখিল্যের সেই ক্লাসরুমে।

গুরুদাস কলেজের প্রাক্তন ফিজিক্সের প্রফেসর কৃষ্ণপদ সরকার তাঁর বক্তব্যে সকলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, নিজ দায়িত্ব পালন করবার জন্য সঠিক পথে যেতে হবে কখনোই নিজের বা দেশের গরিমাকে কালিমা লিপ্ত কোনও কাজ আমরা করবো না সেই প্রতিজ্ঞা আমাদের নিতে হবে।

সারা দিনের এই সঠিক পথের সন্ধান কতোটা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তা সময় প্রমাণ করবে।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় করার লক্ষে সম্পর্ক নামে এক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে পুলিশ বিশেষ শিবির করছে। গত শনিবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সম্পর্ক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে জয়নগর থানার উদ্যোগে শংকর নেত্রালয়ের সহযোগিতায় জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে বিনা ব্যায়ে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন শিবির হয়ে গেল। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকসুদ হোসেন, বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর এসডিপিও ইন্দ্রবদন ঝা,জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী,জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন মন্ডল, শংকর নেত্রালয়ের গৌতম সরকার সহ আরো অনেকে।

স্লুইশ গেট মেরামতের

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে বন্ধ থাকে চাষবাস। এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দারা কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে। তাই স্লুইস গেট বন্ধ থাকায় ৩ ফসলি জমিতে চাষ করতে পারছে না চাষিরা।

নিজেদের সমস্যার কথা একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। এমনকি দুটি পঞ্চায়েত এলাকার মানুষজন পঞ্চায়েত প্রধান ও বিধায়কের রেফারেন্স সহ সেচ দপ্তরকে জানলেও কোনও হেলদোল নেই তাদের। তাই নিজেদের দাবী নিয়ে বৃহস্পতিবার হোটরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার কৃষিজীবী বাসিন্দারা। তাদের দাবী অবিলম্বে স্লুইস গেট মেরামত করতে হবে। নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন, এমন হুশিয়ারিও দেন চাষিরা। এ প্রসঙ্গে এলাকার বিধায়ক নমিতা সাহা বলেন, স্লুইশ গেট মেরামত করার জন্য ইরিগেশন দপ্তরকে লিখিত জানানো হয়েছে। তবে কবে শুরু হবে মেরামতের কাজ সে বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি বিধায়ক।

দুবছর পর জোড়া শোভাযাত্রায় মাতবে দাঁইহাট, কাটোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা কাঁটায় বিদ্ধ প্রাণের উৎসব।প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞায় পরপর দু'বছর রাস উৎসব এবং কার্তিক পুজোর শোভাযাত্রা বন্ধ থাকার পর অবশেষে স্বস্তির বার্তা। ফের শোভাযাত্রার প্রশাসনিক অনুমতি মিলতেই পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট ও কাটোয়ায় পুজো উদ্যোক্তাদের উৎসাহ কার্যত তুঙ্গে। ২১ কার্তিক মঙ্গলবার রাস উৎসবের সূচনা এবং পরের দিন সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। অন্যদিকে, ৩০ কার্তিক দেবসেনাপতির পুজো এবং পরের দিন ১ অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায় কার্তিক পুজোর শোভাযাত্রা।

প্রতিবছর রাস উৎসব এবং কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের অসংখ্য জনপদ উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে।এগুলির মধ্যে কুচবিহার সহ নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুর, হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ও দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানের নাম বিশেষভাবে

রাস ও কার্তিক পুজো

উল্লেখযোগ্য।ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের জন্য কুচবিহার, নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর বিখ্যাত। অন্যদিকে, কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসবের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বাঁশবেড়িয়া এবং কাটোয়া। তবে, রাস উসবের আড়ম্বরে কুচবিহার, নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর শহরের নামের সঙ্গেই প্রায় তিন দশক ধরে সমস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে নদিয়ার পার্শ্ববর্তী জেলা পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট শহরের নামও। একইসাথে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর কার্তিক পুজো এবং পার্শ্ববর্তী শ্রীরামপুরের রাস উসবও দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে। এই দুই উৎসবের অন্যতম সেরা আকর্ষণই হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। বিশ্বজুড়ে অতিমারি করোনার আক্রমণের কারণে প্রশাসনিক নির্দেশে পরপর দু'বছর এই দুই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের শোভাযাত্রায় লাগাম পড়ানো হয়েছিল। এবার সেই প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা উঠতেই শোভাযাত্রার উদ্যোক্তাদের মধ্যে তুমুল উৎসাহ চোখে পড়ে। একইসঙ্গে হরেকপ্রকার থিমের মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা প্রভৃতির আয়োজন নিয়ে পুজো উদ্যোক্তারাও নজর কাড়তে সচেষ্ট। কালীপুজোর পর্ব শেষ হতে না হতেই ঐতিহ্যবাহী দুই উৎসবকে ঘিরে মেতে ওঠে ভাগীরথী নদী তীরবর্তী প্রাচীন জনপদ দাঁইহাট ও কাটোয়া। যদিও এবারে রাস উৎসব কার্তিক পুজোর আগেই সম্পন্ন হচ্ছে। তবে, পাশাপাশি দুই জনপদ কাটোয়া এবং দাঁইহাট এই মুহূর্তে কার্যত উৎসবমুখর। এবারে এই দুই শহরেই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু 'বুর্জ খলিফা'র আদলে মণ্ডপকে ঘিরে। দাঁইহাটের 'বিবেকানন্দ ক্লাব' এবং কাটোয়ায় 'ইউনিক'-এর পুজোয় এবারের আকর্ষণ বুর্জ খলিফা। তবে, দাঁইহাট ও কাটোয়ায় এত আয়োজনের মাঝেও লক্ষাধিক দর্শক অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে দুই উৎসবের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আনন্দ উপভোগ করার জন্য। হরেক প্রকারের বাদ্যবাজনা, চলমান চোখধাঁধানো থিম ও আলোকসজ্জার রোশনাই সহ প্রতিমার শোভাযাত্রার আনন্দে গা ভাসাতে প্রতিবারই দূর-দূরান্তের অসংখ্য দর্শনার্থী কাটোয়া এবং দাঁইহাটে ভিড় জমায়।

ভয়াবহ করোনা সংক্রমণ বিগত দু'বছর লক্ষাধিক মানুষের সেই আনন্দের মাঝে দেওয়াল তুলে দিয়েছিল।এদিকে, সর্বত্র উৎসবকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে এবং আনন্দমুখর করে তুলতে পুলিশ-প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় পুরসভাগুলির যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই কাটোয়া এবং দাঁইহাট শহরকে সিসিটিভি ক্যামেরায় কার্যত মুড়ে ফেলা হয়েছে। এরই পাশাপাশি উৎসবের দিনগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যাপক সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের পাশাপাশি একাধিক ধর্মীয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবকে সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন সর্বতোভাবে সচেষ্ট রয়েছে।

জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রায় আছড়ে পড়ল ভিড়

মলয় সুর : বৃহস্পতিবার দশমীর দিন জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রা ঘিরে চন্দননগরে ছিল বাঁধ ভাঙা ভিড়। এই এলাকায় ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৩৫০টি পুজো হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৬টি পুজো কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে। বৃহস্পতিবার শোভাযাত্রায় ৬১টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করে। বাকি পুজো কমিটি এদিন দুপুর ১টা থেকে বিসর্জন শুরু করে দেয়। প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই পুজো কমিটিগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিসর্জন প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন সকাল থেকেই বিসর্জনের আগে সিঁদুর খেলা হয়েছে। তা দেখার জন্য মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রা দেখার জন্য ভালো জায়গার দখল নিতে দুপুর থেকেই লড়াই শুরু হয়ে যায়। চন্দননগরে নিজস্ব আলোকসজ্জার জন্য পুজো কমিটিদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সংবাদমাধ্যমের তরফে পুরস্কৃত করা হয়। পরপর নম্বরের ভিত্তিতে পুজো কমিটি তাদের শোভাযাত্রা

বের করে।

অনেকে রাস্তায় চেয়ার পেতে দর্শনার্থীদের সুষ্ঠভাবে শোভাযাত্রা দেখার ব্যবস্থা করে দেন। যদিও বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেন। আর শান্তিতে শোভাযাত্রা দেখবে বলে বহু দর্শনার্থী সেই জায়গা কিনতে ভিড় করেন। রাস্তার দুধারে দর্শনার্থীরা গিজ গিজ করে। রাস্তা দিয়ে নিত্য নতুন থিমের আলোকসজ্জা লাইন দিয়ে প্রতিমার সঙ্গে যায়। সারা রাত সাবেকি ফরাসি আলোর শহর চন্দননগর গমগম করে। ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি, তেঁতুলতলা পুজো কমিটির ছোটমাকে ঘিরে ভক্তদের ভাবাবেগ উপচে পড়ে। ২৩০ বছরে পদার্পন করেছে তেঁতুলতলা। প্রাচীন এই পুজোকে ঘিরে লোকমুখে অনেক প্রবাদ জড়িয়ে আছে। প্রতিবছর পঞ্চমীর দিন থেকেই মন্দিরে মানুষের ভিড় উপছে পড়ে। এবারও তার অন্যথা হয়নি। এখানে নবমীতে ৭০০ বলিদান হয়। কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলা পুজো দেওয়ার জন্য লাইন দেন। চন্দননগরে আদি অর্থাৎ বড়মা হিসাবে পূজিত হন চাউলপট্টির বারোয়ারি প্রতিমা। এবারে করোনা বিপর্যয় কেটে যেতেই রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হয়েছে। বিদেশি অতিথিরাও ভিড় জমিয়ে ছিলেন ফরাসডাঙার জগদ্ধাত্রীর স্বাদ নিতে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ও আলোর রংবেরং কারীকুরি কার্যের শিল্প দেখে বিদেশিরা খুব উচ্ছসিত। পরিবারের পুজো থেকে বারোয়ারি পুজোর বিবর্তনের ইতিহাস বিদেশি অতিথিদের সামনে তুলে ধরা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিউটাউনে সিটি স্কোয়ার গ্রাউন্ডে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে খাদ্য সামগ্রী থেকে ইলেকট্রনিকস সামগ্রীর সাজানো মেলায় দেশি-বিদেশি অন্যান্য স্টলের সঙ্গে 'পানসারি'র ফুড প্রোডাক্ট ও মশলার স্টলে ক্রেতাদের ভীড় ছিল চোখে পরার মতো।

এবারের মেলায় ক্রেতাদের আগ্রহ নিয়ে বেশ আশা প্রকাশ করলেন সিইও চন্দন চট্টোপাধ্যায়। থাইল্যান্ড, বাংলাদেশসহ বেশ কিছু বিদেশি সামগ্রীতে এবছরের আয়োজকদের প্রথম মেলায় বৈচিত্রের বৈশিষ্ট্য আগামী দিনে ক্রেতার পাশাপাশি 'পানসারি'র গ্রুপের মতো বেশ কিছু উদ্যোগীদের সেরা কেন্দ্র স্থল হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

গাববেড়িয়ায় জগদ্ধাত্রী আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাববেড়িয়া আমরা সবাই ক্লাবের ২০ তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ হাবরা প্রণবানন্দ আশ্রমের মহারাজ ত্যাগব্রত নন্দজী, বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর, চন্দন মণ্ডল, নিতিশ মণ্ডল প্রমুখ। অতিথিরা সকলেই বলেন, আমাদের পার্থিব মায়েদের সম্মান জানালেই জগদ্ধাত্রী

আরাধনা সার্থক হবে। দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ৩ নভেম্বর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল সহ বিশিষ্ট মানুষরা। মোট ৫১ জন রক্তদান করেন। ক্লাব সভাপতি গোপাল গোলদার ও সম্পাদক সুফল ঘাঁটু সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দুয়ারে সরকার, আপনার দরকার

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে
২৭টি পরিষেবা নিয়ে
১ নভেম্বর ২০২২ থেকে পুনরায় শুরু হল
'দুয়ারে সরকার'

দুয়ারে সরকার-এর কর্মসূচি: ১–৩০ নভেম্বর, ২০২২

আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্প কোথায় এবং কবে হবে জানতে ক্লিক করুন:
https://ds.wb.gov.in

এ পর্যন্ত দুয়ারে সরকার–এ সাড়ে পাঁচ কোটিরও
বেশি নানাবিধ পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

'দুয়ারে সরকার'-এর ক্যাম্পে সকল প্রকল্প / পরিষেবার ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।
ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া অন্য কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না।
পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন। সহায়তার জন্য
(১০৭০/২২১৪–৩৫২৬) নম্বরে সরাসরি ফোন করুন অথবা আপনার নিকটতম
'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'-এ যোগাযোগ করুন।
৩১ ডিসেম্বর ২০২২-এর মধ্যে দুয়ারে সরকারের প্রাপ্ত আবেদনগুলির যথাসম্ভব নিষ্পত্তি করা হবে।

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়
সব সময়ে সবার সেবায়
পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান
স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

পাড়ায় সমাধানের আবেদন নেওয়া হবে
১–১৫ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত।

বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

@egiye_bangla

মহানগরে

নগরযানের উদযাপনে

বিশেষ সংবাদদাতা : রবি ঠাকুর তাঁর স্বপ্নে দেখেছিলেন 'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।' আর বিশ্বকবির এই স্বপ্নই ১৯৮৪ – র হেমন্তদিনে সত্যি হল, সেই শহর কলকাতাতেই। ভারতবর্ষের বুকে প্রথম মাটির নীচের পাতালপথে ছুটলো এক অবাক–যান'। নাম তার মেট্রো'। '৮৪ – র সেই প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪ অক্টোবর থেকে ২০২২ – র ডেট কার্ডের সেই একই দিনাঙ্ক। মাঝে কলকাতার চলাচলকে সুগম করতে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ কিংবা একেবারে ঠিক উল্টো রুটের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গেছে কত অগুন্তি মেট্রোরেল। কিন্তু শহরের গতিময়তার এই চলমান প্রতীক আজও নাগরিক জীবনের কাছে বিশেষ উৎসাহের ও ভরসার।

প্রৌঢ়ত্বে পথিক সেই কলকাতার মেট্রোর জন্মদিন ২৪ অক্টোবর পালন করা হল কালীঘাট মেট্রো স্টেশন প্রাঙ্গণে। অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও প্রিন্সিপল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এইচ. এন. জায়সওয়াল, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী, জনসংযোগ আধিকারিক রূপায়ণ মিত্র সহ মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের অন্যান্য পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে কেক কাটার মাধ্যমে জন্মদিন উদযাপিত হল ৩৯ তম বর্ষে পা রাখা কলকাতা মেট্রোর। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় তাদের নিজেদের মেট্রো সফরের নস্টালজিয়ায় দর্শকদের বারবার ভাসালেন উপস্থিত অতিথি চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায় ও অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার। এছাড়াও কলকাতা মেট্রোর এই উদযাপন অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর বাগচী, জার্মানির কলকাতার রাষ্ট্রদূত (কনসুলেট জেনারেল) ম্যানফ্রেড অস্তার ও ডেপুটি চিফ অপারেশন্স ম্যানেজার কৌশিক মিত্র। নৃত্য শিল্পী ঊর্মিলা ভৌমিকের পরিচালনায় উপস্থাপিত হয় একটি বিশেষ নৃত্য কথা'। অনুষ্ঠানে এদিন রূপঙ্কর বাগচীর কন্যা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে চিফ প্রিন্সিপাল অপারেশন্স ম্যানেজার সাত্যকি নাথ অতিথিদের হাতে মেট্রো রেলের প্রতীকী স্মারক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বারবার উল্লেখ করেন যে, কলকাতা মেট্রোর এই দীর্ঘ পথচলা যেহেতু মানুষের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন সংযোগের কারণেই সম্ভব হয়েছে তাই মেট্রো ভবন নয়, খোদ কালীঘাট মেট্রো স্টেশনকেই তারা বেছে নিয়েছেন এই উদযাপন স্থল হিসেবে। প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ – র ২৪ অক্টোবর প্রথম কলকাতায় মেট্রোর চাকা গড়িয়েছিল এসপ্ল্যানেড থেকে ভবানীপুরের মধ্যে।

জমি পেলে কমিউনিটি হল

বিশেষ সংবাদদাতা : কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে কোন কোন ওয়ার্ডে এখনও পর্যন্ত কমিউনিটি হল তৈরি হয় নি? সেইসব ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি হল তৈরি করার বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার কী কোনও মাস্টার প্ল্যান আছে? ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র এই প্রশ্নের উত্তরের মেয়র পারিষদ অভিজি মুখোপাধ্যায় বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার মোট ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৭৭টি ওয়ার্ডে কোনও কমিউনিটি হল নেই। ৩, ৪, ২৩, ২৯, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫ – এরকম ৭৭টি কমিউনিটি হল নেই। কলকাতা পুরসংস্থার সংযুক্ত ১০১ থেকে ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ ওয়ার্ড কমিউনিটি হল নেই। বেহালার ১১৯, ১২৩ ও ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডে আধুনিক কমিউনিটি হল আছে। অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত পুর প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ করেন যে, আপনাদের ওয়ার্ডে সরকারি বা পুরসংস্থার পাঁচ কাঠার অধিক মাপের কোনও ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড থাকলে আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্টে জানান। আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্ট উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে কমিউনিটি হল তৈরি করে দেবেন। কারণ, কলকাতা পুরসংস্থার এই হল গুলি খুবই অল্প পয়সা ভাড়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষকের অভাবে পড়ুয়া কমছে পুর স্কুলে

বরুণ মণ্ডল : ডেভিড হেয়ার সাহেবদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল খুব অল্প খরচে শিশু ও শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানো এবং তাদের কাছে সেই পাঠ্যপুস্তকগুলি সরবরাহ করা। সেজন্যই ডেভিড হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। আমৃত্যু তিনি এই সোসাইটির মাধ্যমে বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজে ব্রতী ছিলেন। ডেভিড সাহেবের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক এসে গিয়েছে যখন তখন তবে এবার পুরনো বিদ্যালয় গুলি সংস্কার করা ও নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। এই লক্ষ্যে তিনি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই একবিংশ শতকে পুর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য আগে স্কুল ঘর ছাত্রছাত্রীতে ভরাট হোক, তারপর শিক্ষক–শিক্ষিকার ব্যবস্থা করা যাবে। অর্থাৎ শিক্ষক–শিক্ষিকার মূল্য বেশি, আর ছাত্রছাত্রীদের মূল্য কম। ছাত্রছাত্রী তোমরা ক্লাসে যাও, আমি একটু বাদেই ক্লাসে যাচ্ছি। এই হচ্ছে বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকার অবস্থা। মুখারাম কানোরিয়া মডেল সি পি স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস হয়। আটটি শ্রেণির জন্য মাত্র চার জন টিচার। স্কুলে টিচার খুবই কম থাকার দরুন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা বেশ সমস্যাজনক। কত তাড়াতাড়ি স্কুলে টিচার নিয়োগ করা যাবে? ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি মীনা দেবী পুরোহিত প্রশ্নের উত্তরে

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'পৌরসংস্থার অধীনস্থ সমস্ত পৌর বিদ্যালয় গুলিতে পঠনপাঠনসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পদক্ষেপগুলিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ শিক্ষা প্রদানের বিষয়টিকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার সঙ্গে সংগতি রেখে যেখানে যেমন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়োজন সেখানে তেমন শিক্ষক নিয়োগ করার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই স্কুলে একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে এই স্কুলটিতে মোট চারজন শিক্ষক আছে। ওখানে বর্তমানে আটটি শ্রেণিতে মোট ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ছাত্রী আছে ২৩ জন আর ছাত্র আছে ৩১ জন। আমাদের পুর শিক্ষা দফতরের শতাংশের হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিকে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী প্রতি ১ জন করে শিক্ষক শিক্ষিকা থাকবেন। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী প্রতি ১ জন শিক্ষক থাকবে। আর উচ্চ প্রাথমিকে (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি) ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী পিছু ১ জন করে শিক্ষক–শিক্ষিকা থাকবেন। সেক্ষেত্রে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ৫৪ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ৪ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা রয়েছেন। অর্থাৎ ১৩ জন ছাত্রছাত্রী প্রতি ১ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা দেওয়া আছে। এর থেকে বেশি শিক্ষক দিলে আমাদের শিক্ষা দফতরের যে রেশিও তাতে আসবে না বলে, আমাদের সাংশন পাওয়া যাবে না।' মূল প্রশ্নের সঙ্গে অনুসারী প্রশ্নে মীনা দেবী পুরোহিতের বক্তব্য, ওই বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাব কোনও প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নেই। টিচার ইনচার্জ রয়েছেন। ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে কোনও দিন তিনটি ক্লাসকে একসঙ্গে নিয়ে আবার কোনও দিন দু'টি ক্লাসকে একসঙ্গে নিয়ে ক্লাস করানো হয় বলে ছাত্রছাত্রীরা এই বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে দূরের অন্য কোনও স্কুলে চলে যাচ্ছে। এই ভাবে ক্লাস চললে বাচ্চারা ঠিক মতো পড়তে পারছে না। আগে দু'শোর অধিক ছাত্রছাত্রী ছিল। ৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন। এখন সংখ্যাটা শিক্ষকের অভাবে পড়াশুনা ঠিক মতো না হওয়ায় ছাত্রছাত্রী কমে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করবো যাতে বেশি বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তি হয়। বেশি বেশি শিক্ষক পায়। ওই জন্য আমার নিবেদন আরও ২–৩ জন টিচার বাড়িয়ে দিন। আমরা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবো। বেশি করে ভালো করে ইংরেজিটা বেশি বেশি শেখাতে পারবো।'

এই প্রশ্নের উত্তরে পুর অধ্যক্ষা মালা রায় বলেন, আগে ছাত্রছাত্রী বাড়ুক, তারপর শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যাবে।'

শক্তির আরাধনায় হিন্দ সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শক্তির আলোকময় উৎসবে মাতল চেতলার হিন্দ সংঘ। ৭৮তম শ্রীশ্রী শ্যামা পূজার উদ্বোধন হয় ২৩ অক্টোবর সকালে রক্তদান উৎসবের মধ্যে দিয়ে। এই উৎসবের পরিচালনা করে হিন্দ সংঘ এবং শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। প্রায় ৩০ জন বিনা উপহারে রক্তদাতারা রক্তদান করে মহা শক্তির পূজার সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী চৈতন্যানন্দজী মহারাজ। তিনি মা কালীর হাতে অস্ত্র ধরিয়ে মঙ্গল মন্ত্র উচ্চারণে আশীষবাণী ছড়িয়ে দেন সকলের মধ্যে। তিনি মনে করিয়ে দেন শক্তিবৃদ্ধি এবং সেবাই আমাদের পরম কর্তব্য। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য গায়িকা দেবারতি মিত্র। তিনি শ্রোত্র গানের মাধ্যমে মুখরিত করে তোলেন প্রাঙ্গন।

সাবেকী শ্যামা পুজোয় ক্লাবের সকল সদস্যগণ মেতে ওঠেন ২৪ অক্টোবর। রাতভোর পুজোর পরে সকাল থেকে শুরু পুরনো ঐতিহ্য মেনে মাটির মালসায় ভোগ বিতরণ। চেতলার

এই ঐতিহ্যবাহী পুজোয় ২৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রীতি মেনে চেতলার প্রসন্নময়ী

ঘাটে মায়ের বিসর্জনে সম্পূর্ণ হয় শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা।

লেন্স বার্তা

পূর্ব পুটিয়ারী নবোদয় সংঘের উদ্যোগে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে ক্যান্সারে আক্রান্ত রুগীদের দীর্ঘায়ু কামনা করে ভাইফোঁটা দেওয়া হয় এবং রুগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। দুজন রুগীর পরিবারের হাতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। তাদের হাতে ক্লাব সভাপতি গৌতম মুখার্জী (লেন্দু) এবং জয়দেব মন্ডল চেক তুলে দেন।

অন্য এক জগদ্ধাত্রী। দেখা মিলল অষ্টমীর সকালে চন্দননগরের ভিড় ঠেলা রাস্তায়। অসুস্থ ছেলে হাসপাতালে ভর্তি, তাই বাধ্য হয়ে সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছেন সন্তানের কল্যাণ কামনায়। যতই ধাক্কাধাক্কি হোক পৌঁছতেই হবে ছেলের কাছে। ছবি : অরুণ লোধ

চলছে বিসর্জনের প্রস্তুতি, চন্দননগর। ছবি : অভিজিৎ কর।

এখানে ওখানে

ম্যানগ্রোভ ফোঁটা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছে ফোঁটা দিয়ে ভাইফোটা উৎসব পালন করলো স্কুল পড়ুয়ারা। ম্যানগ্রোভ গাছ রক্ষার কাজে ছোট স্কুল পড়ুয়াদের আগেই যুক্ত করেছে বন দপ্তর। গত বৃহস্পতিবার সুন্দরবনের একদল আদিবাসী শিশুরা ম্যানগ্রোভ গাছে চন্দনের ফোটা দিয়ে ভাইফোঁটা দিবস পালন করলো। গত বৃহস্পতিবার সকালে হাঁটু সমান জলে নেমে এই অনুষ্ঠান পালিত হয় দঃ ২৪ পরগণা বন বিভাগের অধীন রামগঙ্গার ইন্দ্রপ্রস্ত গ্রামের নদীর পাড়ে। এদিন সকালে স্কুল শিক্ষিকারা কচিকাঁচাদের সঙ্গে নিয়ে নদীর পাড় ধরে পথ পরিক্রমা করে চরে নেমে গাছকে ফোঁটা দেয়। তাদের হাতে প্লাকার্ডে লেখা ছিল 'তোরা হাত ধর প্রতিজ্ঞা কর চির দিন তোরা বন্ধু হয়ে থাকবি, বন্ধু কথার মর্যাদাটা রাখবি'। এই রকম কিছু আবেগাপ্লুত প্লাকার্ড নিয়ে তাঁরা গাছকে ঘিরে নানা রকম অনুষ্ঠান করে। এছাড়াও এদিনবিকালে দিগম্বরপুর গ্রামেও নদীর চরে অন্য একদল স্কুল পড়ুয়া সুন্দরবনের বিভিন্ন জীবজন্তুর মুখোশ পরে গাছফোঁটা উৎসব পালন করে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রামগঙ্গা ফরেস্ট রেঞ্জ। এ প্রসঙ্গে এদিন জেলা বন আধিকারিক (ডি এফ ও) মিলন কান্তি মন্ডল বলেন, 'ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টেশন রক্ষার কাজে আমরা স্কুল পড়ুয়াদের এগিয়ে আসতে আগেই আহ্বান জানিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। সেই আনন্দে তাঁরা মানুষের পরিবর্তে গাছকে ফোঁটা দিয়েছে। আমরা সহযোগিতা করেছি।' সুন্দরবনকে বাঁচাতে অভিনব এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।

সৃষ্টি সুখের রন্ধনে বাঙালি

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর পরেই আসে কালীপুজো। চারিদিক আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ওঠে, আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়। আর বাঙালির উৎসব মানেই মিষ্টিমুখের আয়োজন। রন্ধনএ বাঙালি ফেসবুক ফুড কমিউনিটির উদ্যোগে এবার প্যাসিফিক সৃষ্টির হাউসিং কমপ্লেক্সের শ্যামা মায়ের পূজা শুরু হয় মিষ্টিমুখ দিয়ে।

রন্ধনএবাঙালির ক্রিয়েটর এবং ফাউন্ডার নবনীতা ব্যানার্জী বোস–এর হাত ধরে ২০১৯ সালের ১৩ মার্চ রন্ধনএবাঙালি নামে একটি রান্নার গ্রুপের পথ চলা শুরু হয় ফেসবুকের মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে গ্রুপটিকে আরো বড় করে তোলার জন্য হাল ধরেন নবনীতার আরো দুজন বিশিষ্ট বান্ধবী সুতীর্থা মোদক ও পিয়ালী রাউত। ৭৫০০ সদস্য নিয়ে চলা রন্ধনএবাঙালির এই মঞ্চে মেলে ধরার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত হোমশেফদের, যাদের মধ্যে বেশির ভাগই গৃহবধূ, সুগৃহিণী, যাদের রান্নাঘরের চৌহদ্দির মধ্যেই জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কেটে যায়। রন্ধনএবাঙালি হোমশেফদের সুযোগ করে দেন সারাবছর ধরে ফেসবুক ডিজিটাল দুনিয়ার মাধ্যমেই নানা রকম রান্নার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার।

তবে রন্ধনএবাঙালি শুধুমাত্র ডিজিটালি আবদ্ধ না থেকে এবারের কালীপুজো উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতার নরেন্দ্রপুরের প্যাসিফিক সৃষ্টি হাউসিং কমপ্লেক্সের শ্যামা মায়ের পূজা মন্ডপে সকল মহিলাদের নিয়ে 'পুজোয় মিষ্টি মুখ' নামক একটি রন্ধন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

সেখানে মিলিত হয়েছিলেন ওই হাউসিংয়ের সমস্ত মহিলা আবাসিক তথা হোমশেফরা। এছাড়াও বারাসাত, বাগনান, চাকদহ, আগরপাড়া, গিরিশ পার্ক, ইছাপুর, গড়িয়া, কামালগাজী থেকেও অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন আরো অনেক হোমশেফবৃন্দ। ওই দিন অতিথি ও বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ফুড জার্নালিস্ট এবং কালিনারি এক্সপার্ট পাঞ্চালি দত্ত, শেফ ডমিনিক এবং নন্দিনী প্রডাকশন হাউজের কর্ণধার মৌতুষা চৌধুরী।

বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক এবং মানপত্র। এছাড়াও লালবাবা রাইস, আমুল ইন্ডিয়া এবং নন্দিনী ক্যানন ক্যান্ডেলের

পক্ষ থেকে সকল বিজয়ীদের জন্য ছিল অসংখ্য পুরস্কার। বিজয়ী হয়ে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার তো সকলেই পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্যও অজস্র পুরস্কার।

রন্ধনএবাঙালির কর্ণধার নবনীতা ব্যানার্জী বোস জানান, 'একটা সময় রান্নাঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই মহিলাদের বেশিরভাগ জীবনটাই অতিবাহিত হয়ে যেত। আলু পোস্ত রেঁধে পরিবারের প্রিয় মানুষটিকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো কেমন হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার উত্তর আসতো আলু পোস্তটা আলু পোস্তর মতোই খেতে হয়েছে। আজও অনেকের এইভাবে জীবন অতিবাহিত হলেও দিন বদলেছে। সকলকে বুঝতে হবে রন্ধন একটি শিল্প। নিজের ভালোলাগাগুলিকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র পরিবারের মানুষগুলির জন্যই রান্না করলে চলবে না। সংসার করতে করতে নিজেরদের যে গুণাবলীগুলি চাপা পড়ে গেছে সেগুলি সকলের সামনে মেলে ধরার দায়িত্ব নিতে হবে নারীকেই। প্রতিটি নারীই হলো মর্তের দশভূজা।' আগামী দিনে এই ধরনের আরো অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে নবনীতা জানান, 'শুধুমাত্র ফেসবুক রান্নার গ্রুপ হিসেবে নয় প্রতিটি পরিবারের সদস্য হয়ে উঠুক আমাদের রন্ধনএবাঙালি।'

স্বপনবুড়োর জন্মদিন

গত ৩০ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শিশু ভবনে পালিত হলো সব পেয়েছির আসরের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় স্বপন বুড়োর ১২১ তম জন্মদিন। আসর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। পতাকা উত্তোলন করেন মূলসত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্তী। সহায়তা করেন সহ মূলসত্যসেবী জয়দেব বারুই। পতাকা গীতি ও সংকল্প বাক্যের পর স্বপন বুড়োর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক স্বপন রায়।

অতিথি বরণ ও উদ্বোধনী সংগীতের পর স্বাগত ভাষণ দেন দিলীপ চক্রবর্তী। তারপরই শুরু হয় সংগীত নৃত্য আবৃত্তি ও যোগাসনের মাধ্যমে মনোরম অনুষ্ঠান। যোগদানকারী আসরগুলি হল যথাক্রমে শিশুভবন, নবারুণ সংঘ, ভোরের তারা, চেতলা আসর ও লহরী। শুভেচ্ছাবাণী দেন জয়দেব বারুই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেবাসচিব হরেকৃষ্ণ দে, সম্পত্তি সংরক্ষণ সচিব গৌতম নন্দী। দক্ষিণ কলকাতার সংগঠক বিভাষ দত্তগুপ্ত, প্রশিক্ষক তীর্থিক দত্তগুপ্ত এবং কেন্দ্রীয় বৃন্দগানের সংগীত ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সোনারকাঠি বোনদ্বয় আম্বলিকা ঘোষ ও ঐষিকী রায়।

গঙ্গা–পদ্মা কবিতা উৎসব

দীপাবলীর প্রাক বিকালে কবিতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল সভাগৃহ। প্রধান অতিথি ছিলেন পৃথ্বিরাজ সেন। কবি রজত মোহন রায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, তমা কর্মকার, মিলি দাস, বাংলাদেশের কবি সেলিনা আপ্রিম রীতা, অনুষ্ঠানের কর্ণধার চন্দনা বসু প্রমুখরা কবিতা পাঠ করেন। মোট ১৫০ কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। প্রথমে গঙ্গা–পদ্মা ও মধুমতী নদীর জল গাছে ঢালা হয়। জীবনানন্দ সম্মান, সেখ মুজিবর রহমান সম্মান প্রদান করা হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন মধুমিতা ধৃত।

মাঙ্গলিকী

রাজডাঙা দ্যোতক আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী নাটকের আড্ডা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ৮ অক্টোবর ২০২২ সন্ধ্যা ছটায় তপন থিয়েটারে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে বসলো নাটকের আড্ডা। আয়োজনে রাজডাঙা দ্যোতক নাট্যদল। আলোচনা, গান, আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, শ্রুতিনাটক, একক অভিনয়ে মুখরিত তপন থিয়েটার। উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, অভীক ভট্টচার্য, শান্তনু সাহা, শ্যামল চন্দ, দেবাশিস দত্ত, দীপঙ্কর সেন, অরূপ রায়, বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, শেখর চক্রবর্তী, সুব্রত ঘোষ, সুদীপ্ত সরকার, উৎসব দাস, অনির্বান সেন, জয়েশ ল এবং মৃত্তিকা গঙ্গোপাধ্যায়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'গতিময় সমকাল ও নাট্যপথের খোঁজ'। সঞ্চালনায় ছিলেন ব্রতীন গঙ্গোপাধ্যায়।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীমতি নয়না সাহা। সুললিত কণ্ঠে তিনি সকলকে একেবারে মাতিয়ে দিলেন। 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' দিয়ে শুরু হল সান্ধ্য আড্ডা। আলোচনা শুরু হল রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য দিয়ে। তিনি শুরুতেই সাধুবাদ জানালেন রাজডাঙা দ্যোতক নাট্যদলকে একটি ভাল সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য। তারপর তীব্র ভাষায় একটা ক্ষোভ উগরে দিলেন। বললেন আমি এ বছর স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করতে পারিনি। আমি কনফিউজড। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা এক কথায় খণ্ডিত স্বাধীনতা। নতুন সরকার যেভাবে ভাঙা শুরু করে দিল, সাংবাদিক বন্ধুদের খুন করে দিল কোন থিয়েটার ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠান বা কোন নাট্যকর্মী কোন প্রতিবাদ করেনি। রাস্তায় নামেনি। আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি। সমকাল প্রবলভাবে দৌড়াচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা দারিদ্র সীমার নিচে চলে যাবে। তার বেশির ভাগ হবে ভরতে। অতিমারিতে সবচেয়ে রোজগার বেড়েছে আদানি ও আম্বানিদের। প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি। সমকালকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মানুষের কল্যাণের জন্য। এই ট্রানজিশন পিরিয়ডে আমাদের নাট্যদলগুলি ভাবতে শুরু করেছে। আমরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাটক লিখতে পারছি না। তখন আমাদের পুরনো কিছু নাটককে যেমন ব্যারিকেড, পিরানদেল্লো, টিনের তলোয়ার, বিল্বমঙ্গল, নীলদর্পণ

নাটক প্রভৃতি নাটকগুলিকে ফিরিয় আনতে হবে। স্টারডামকে ভেঙে চূর্ণ করে দিতে হবে। সকলকে নিয়ে সমবেত ভাবে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। এরপর আবৃত্তি পরিবেশন করলেন জয়া আদক। কবি শুভ দাশগুপ্তর শারোৎসব।

শান্তনু সাহা বললেন অতিমারি পূর্ব এবং অতিমারির পরে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ করছি। আমরা কেউ নিজের সাথে কথা বলছি না। আমরা দ্বিচারিতা করে চলেছি। সে সব কথা বলতে এসেছিলাম সব যেন গুলিয়ে গেছে। বারাসাতে একটি দলে আমরা যখন নতুন ভাবে কাজ শুরু করেছি তখন এল বাঁধা। সেই দলটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর নৃত্য পরিবেশ করলেন সৃজনী দত্ত। 'শঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরি অপমান'– রবীন্দ্রগানের তালে পা মেলালেন। ভাবনা থিয়েটারের অভীক ভট্টাচার্য বললেন ব্রতীন দা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। বিবর্তন অভিযোজন এই শব্দ দুটি আমাদের জীবনচর্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। অন্য প্রাণীদের প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক কিন্তু মানুষের প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী। স্বপ্ন দেখতে হবেই। স্বপ্ন দেখতে ভুল গেলে আমার মধ্যে কোনও অভিযোজন তৈরিই হবে না। সেটা মোটেই কাম্য নয়। আমাদের রাজ্যে অপেরা আছে। কার্শিয়াংএ। সেটা চিনের মতন নয়। এ জীবনে যতটুকু বেঁচে থাকলাম আমাকে বড় আকর্ষণ করে নাটক এবং নাটকের নানা চরিত্র। আমাকে বড় অভিযোজিত করে। থিয়েটারের সথে রাজনীতি থাকে সেটা সংকীর্ণ রাজনীতি নয়। যে রাজনীতি অনেক ইউনির্ভাসাল অনেক সম্ভবনাময় শিল্প। আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার। আমি সব কিছুই চেখে দেখতে চাই। শেখর চক্রবর্তী বললেন সমকাল ব্যাপারটা বড় কঠিন ব্যাপার। চৈতন্যদেব শুধু কীর্তন করতেন না, তিনি থিয়েটার করতেন। সেটা তখনকার সমকাল। ইংরেজদের হাত ধরে প্রসেনিয়াম থিয়েটার এলো। সেটাও একটা সমকাল। থিয়েটারের পথ খুব বিচিত্র। যন্ত্রণা থেকে নাটকের সৃষ্টি হয়। সমকালে সেই নাটক টিকে থাকে যে নাটক সেই যুগে ও সমকালীন প্রযোজনায় তীব্রভাবে অনুরণন ঘটায়। থিয়েটারের ভাষা বদলে বদলে যাচ্ছে এস যে বদলে যায় সেই থিয়েটারই টিকে থাকে। সেই নাটকই প্রাসঙ্গিক এবং সমকালকে নির্দেশ করে।

এরপরে সুব্রত ঘোষ বললেন আলোচনায় বড় ভয় পেয়েছি। বিশেষ করে রঞ্জনদা ও অভীকের কথা শুনে। এরপরে সুব্রত ঘোষ বাঙাল কবিতায় চলে যান। তার কবিতায় বড় স্বাদ বদল হলো। খুব ভাল লাগলো তার বাঙাল ভাষায় বা বাঙাল লবজের আবৃত্তি। দীপঙ্কর সেন বললেন – খোঁজটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা নিজেরা নিজেদের পথ খুঁজছি। কেউ একটা পথ কারও মাথায় চাপিয়ে দিতে পারে কী? কোন মনোহারিণী ব্যাপার থাকার দরকার নেই। চাই শুধু সৎ চিন্তা এবং সৎ কাজ।

এরপর অভিনীত হয় নাটক 'আক্কেল গুড়ুম'। রচনা–নির্দেশনা এবং অভিনয়ে সত্যপ্রিয় সরকার। একক অভিনয়ের নাটক। মজাদার নাটক এবং মজাদার উপস্থাপনা। পুরনো চাল তো ভাতে বাড়বেই। বেশ ভালো লাগলো। এরপর শ্রুতি নাটক 'একালের কপাল কুণ্ডলা'। অভিনয়ে সৌমিক বসু ও স্মৃতা চক্রবর্তী। সৌমিক বসু কথায় কথায় বললেন সময় সবচেয়ে বড় শিক্ষক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের বড় শিক্ষক। নাটকটি বেশ দক্ষ হাতের রচনা। শিল্পীদ্বয় বেশ দক্ষ অভিনেতা ও দক্ষ শিল্পীও বটে। অরূপ রায় তার ভাষণে বললেন আজকের অনুষ্ঠান একটু ভিন্ন ধরনের। আমিও আজকে বড় ভয় পেয়ে গেছি। বক্তৃতা আমার কাপ অফ টি নয়। দর্শকের সাথে কমিউনিকেশন না হলে নাটক হয় না। এমন কিছু ভাবা দরকার যাতে দর্শক আবার ফিরে আসে। এটা নিয়ে ভাবনা ও পরিকল্পনার দরকার আছে। মফস্বলের নাটক বক্তব্যের জোরে বেশ কয়েকশো মানুষ দেখছে। আজকে নাট্যকার নাট্যকর্মীদের ভাবনা বদল হওয়া দরকার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বা যুগের দাবী অনুযায়ী। নতুন দর্শক থিয়েটারে বড়ই দরকার। যাদের জন্য থিয়েটার করছি তাদের কথা নাটকে বলতে হবে। তবেই তারা থিয়েটার দেখতে আসবে। দর্শক ছাড়া থিয়েটার বাঁচতে পারে না।

এরপরে একটি ছোট্ট নাটিকা 'উত্তরা' অভিনিত হয়। রচনা মৈনাক সেনগুপ্ত অভিনয়ে সুপর্ণা ভট্টাচার্য। সংবেদনশীল উপস্থাপনা।

এরপর সবশেষে জয়া চৌধুরী বিমলেন্দু দত্তের লেখা কবিতা পাঠ করলেন। স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে বড় মর্মস্পর্শী কবিতা 'হায় স্বাধীনতা তুমি কার'। উপসংহারে একটা কথা বলা অত্যন্ত জরুরী যে এই ধরনের অনুষ্ঠান যত বেশি হবে যত বেশি নাট্যদল এ ধরনের আড্ডায় সামিল হবে ততই নাটকের কল্যাণ। এভাবেই ভাবের আদান প্রদান দরকার। নির্দিষ্ট একটি দিনের মাসের শেষ শনিবার অথবা মাসের শেষের যে কোন একটি দিন যদি আমরা নাট্যকর্মীরা এভাবে মিলিত হই আমাদের পরস্পরের সাথে কথা বলি ভাবের আদান প্রদান করি কফি হাউসের আড্ডার মতো আমাদের সৃজনীশক্তি বাড়বে বই কমবে না। আমরা অনেক বেশি নিজেদের ঋদ্ধ করতে পারবো। পরিশেষে বলি– থিয়েটারের জয় হোক। জয় হোক মানবতার। রাজডাঙা দ্যোতক এর সমস্ত কর্মীদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

ভাইফোঁটা উৎসবে মাতল কাটোয়ার আনন্দ নিকেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছরের মতো এবারও ভাইফোঁটা উৎসবে মাতল সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ কেয়ার তথা আনন্দ নিকেতনের আবাসিকরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার খাজুরডিহিতে অবস্থিত এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে সক্ষম নানাবয়সি আবাসিকরা বৃহস্পতিবার সকালে আনন্দ নিকেতনে আয়োজিত ভাইফোঁটা উৎসবে মেতে ওঠেন। কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা ভারতের বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ হরমোহন সিনহা প্রতিষ্ঠিত এই সেবামূলক

সংস্থায় আবাসিকদের বছরভর নানাবিধ কার্যক্রম সহ উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভাইফোঁটা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। এখানকার ভাইফোঁটা উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠার জন্য অতীতে একাধিকবার বিদেশিরাও শামিল হয়েছিলেন। তবে বিশ্বজুড়ে অতিমারি করোনা আবহে বিদেশিদের সেই উৎসাহে কার্যত নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। সংস্থার সম্পাদক সুব্রত সিনহা বলেন, এবারও আমরা এখানকার আবাসিক সহ সহকর্মীদের নিয়ে সাধ্যমতো ঐতিহ্যবাহী ভাইফোঁটা উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। তবে করোনা আবহে এবারও কোনও বিদেশি শুভাকাঙ্ক্ষী এই ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে শামিল হতে পারেননি। আনন্দ নিকেতনে এদিন শত শত মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই উৎসব কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়।

ভাইফোঁটা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: সুখ, দুঃখ, আনন্দ ত্যাগ করে সব সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সমাজে শান্তি বজায় রাখা পুলিশ ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালন করলেন ক্যানিংয়ের তালদি মহিলা সমিতির সম্পাদিকা রুপালি মন্ডল। ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের দীর্ঘায়ু কামনা করে তাঁকে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন রুপালি। তিনি জানিয়েছেন পুলিশ তো আর ভিন গ্রহের মানুষ নয়, তারা সমাজের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁদের মঙ্গল কামনা জরুরী। সেই কারণেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূণলগ্নে যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে পুলিশ ভাইয়ের ললাটে জয়ের তিলক পরিয়ে দিয়েছি।

বাসন্তীতে সুন্দরবন গৌরব সম্মান

শ্যামল মন্ডল, বাসন্তী : গত ২১ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জের ধনঞ্জয় চম্পাবতী স্মৃতি সভাকক্ষে পাল ফিল্ম প্রোডাকশন অ্যান্ড টাইগার নিউজ বাংলা যৌথ উদ্যোগে ১০ জনকে সুন্দরবন গৌরব সম্মান ২০২২ প্রদান করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, ক্যানিং মহিলা থানার ওসি তনুশ্রী মন্ডল, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন লস্কর, শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অমল নায়েক, প্রিন্সিপাল বিক্রম রায়, অভিনেত্রী মৃন্ময়ী কুন্ডু, পরিচালক বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার অপূর্ব লাল সরকার,ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার,কবি সাহিত্যিক সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন বৃক্ষ

রোপণে ভাস্বতী সরদার, স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমানুল্লা মোল্লা, অভিনয়ে অমল নায়েক, সংগীত পরিচালনায় সত্যজিৎ পাল, ট্রাফিক আইনশৃঙ্খলা দেবপ্রসাদ সরদার, সাহিত্য চর্চা প্রভুদান হালদার, মৃৎ শিল্পে নিতাই সূতার, শিক্ষায়নে দীপক কুমার সরদার, পলিটিক্যালে বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, সাংবাদিক রত্ন সৌগত মন্ডলকে সুন্দরবন গৌরব সম্মান ২০২২ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন টাইগার নিউজ বাংলা ইউ টিউব চ্যানেলে পাল ফিল্ম প্রোডাকশন নিবেদিত ভারতীয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র সবুজ দ্বীপের পাঠশালা ফিল্মটি রিলিজ হয়। এই ফিল্মের কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনায় বিশ্বজিৎ পাল, সহকারী পরিচালনায় তন্ময় মন্ডল, সংগীত পরিচালনায় সত্যজিৎ পাল, সম্পাদনা বাবন রায়, প্রযোজনায় কাকলী পাল। সবুজ দ্বীপের পাঠশালা শর্ট ফিল্মটি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সাড়া ফেলেছে। বিধায়ক বলেন পাল ফিল্ম প্রোডাকশন অ্যান্ড টাইগার নিউজ বাংলা যৌথ উদ্যোগে যেভাবে সুন্দরবন গৌরব সম্মান ২০২২ বিবেচিত করছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ। আর এমন ধরনের কাজের জন্য তাদের সাধুবাদ জানাই। সর্বস্তরের সুন্দরবনের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক বার্তা দেওয়া হচ্ছে এমন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন পাল ফিল্ম প্রোডাকশন যে ভাবে সুন্দরবনের ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভারতীয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তৈরি করছে তাতে আগামী দিনে সুন্দরবনের ফিল্ম শিল্পে জোয়ার আসবে এবং বহু কর্ম সংস্থান গড়ে উঠবে। তিনি সাধারণ মানুষজনকে আহ্বান করেন পাল ফিল্ম প্রোডাকশন নিবেদিত ভারতীয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র সবুজ দ্বীপের পাঠশালা ফিল্মটি দেখার জন্য।

'কলকাতা কথকতা' দলের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার

সাম্প্রতিক সময়ে অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি হোয়াটসঅ্যাপ দল 'কলকাতা কথকতা' বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি চমকপ্রদ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন করল । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সত্যজিৎ রায়ের জন্মের শতবর্ষ উদযাপনসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যতম পত্রিকা 'চিহ্ন' পত্রিকা প্রত্যেক তিন বছর অন্তর আয়োজন করে চিহ্নমেলা 'চিরায়তবাঙলা'–র। ছোট পত্র–পত্রিকা ও সাহিত্যমেলার এ এক অনন্য পীঠস্থান। এই মেলা প্রাঙ্গনেই 'কলকাতা কথকতা' দল তাদের প্রদর্শনী সাজিয়ে ছিল। এই দলের অন্যতম সদস্য কলকাতার স্বনামধন্য ছয় জন শখের সংগ্রাহক তাদের সংগৃহীত বেশ কিছু জিনিস প্রদর্শনীতে দেখানোর ব্যাবস্থা করেন। সংগ্রাহক ফাল্গুনী দত্ত রায়, মলয় সরকার, অনিন্দ্য কর, সৌভিক মুখোপাধ্যায়, সোহান চক্রবর্তী, উজ্জ্বল সরদারের যোগদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সংগ্রাহক ফাল্গুনীবাবু তার সংগ্রহের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবুর রহমান ও সত্যজিৎ রায় সম্পর্কিত দুষ্প্রাপ্য সব ছবি, চিঠি, খবরের কাগজের সংগ্রহ প্রদর্শন করে চোখ ধাঁধিয়ে দেন। বিখ্যাত অটোগ্রাফ সংগ্রাহক মলয় সরকারের সংগ্রহে থাকা সত্যজিৎ রায় ও শেখ মুজিবুর রহমানের অটোগ্রাফ সংগ্রহ দেখা গিয়েছে এই প্রদর্শনীতে। বিশিষ্ট ব্যাঙ্কনোট সংগ্রাহক অনিন্দ্য করের সংগ্রহ থেকে বাংলাদেশের দুষ্প্রাপ্য ও বহুবিধ স্মারক ব্যাঙ্কনোটের প্রদর্শন ছিল অনন্য। সংগ্রাহক সোহান চক্রবর্তী তার সংগ্রহ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য খবরের কাগজ ও বেশ কিছু স্মারক গ্রন্থ প্রদর্শন করেন। সংগ্রাহক উজ্জ্বল সরদারের সংগ্রহ থেকে দেখা যায় সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্রের বুকলেট, বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক, চিঠিপত্র, খবরের কাগজ, প্রচার পুস্তিকা এসব। গণপরিবহন সংক্রান্ত বিশিষ্ট সংগ্রাহক সৌভিক মুখোপাধ্যায় তার সংগ্রহের বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও পুস্তক প্রদর্শন করেন এই প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীর দুই দিন চিহ্নমেলা প্রাঙ্গনের 'কলকাতা কথকতা' দলের এই প্রদর্শনী কক্ষের মধ্যে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক ও অন্যান্যদের ভিড় উপচে পড়ে। তাদের প্রদর্শনী দেখতে মানুষজনের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল ব্যাপক। বহু মানুষের শুভেচ্ছায় ভরে উঠেছিল তাদের এই প্রচেষ্টা। 'কলকাতা কথকতা' দলের কাণ্ডারি বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, আমরা 'কলকাতা কথকতা' মূলত একটি হোয়াটসঅ্যাপ দল। বছরের সবসময় আমরা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর সংগ্রহ ও চর্চা

করে চলি। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কলকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনী কক্ষে বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেও বিশেষ সফল হয়েছি ও জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছি। এর আগেও শেষ চিহ্নমেলায় আমরা আমাদের প্রদর্শনী নিয়ে হাজির ছিলাম। এবারও উদ্যোক্তাদের বিশেষ আমন্ত্রণে আমরা আবার এসে এককথায় মুগ্ধ। প্রদর্শনী দেখার জন্য মানুষের মধ্যে এই উদ্দীপনা আমাদের কাজ করতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে। এবার আমরা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন এখানে করে বহু ইতিবাচক বার্তা দিতে পেরেছি। দুই বাঙলার মধ্যে বন্ধুত্বের মেলবন্ধনের এই প্রয়াস এক অনন্য মাধ্যম।' প্রদর্শনীতে চিহ্নমেলার পক্ষ থেকে সর্বক্ষণের দেখভালের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তণী বর্তমান শিক্ষক রেজওয়ানুল রোমিও ও ঝুমার–র মত মানুষদের আথিতেয়তা ছিল অবর্ণনীয়। চিহ্নমেলার কর্ণধার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শহীদ ইকবাল 'কলকাতা কথকতা' দলের প্রচেষ্টা দেখে চমকিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার মহাশয় ভীষণ গুরুত্বসহকারে প্রদর্শনীর প্রতিটি প্রদর্শিত দ্রব্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, তাঁর চোখে মুখে ফুটে ওঠে একরাশ মুগ্ধতা। তিনি একান্ত সাক্ষাকারে জানালেন, কলকাতা কথকতা দলের এই প্রদর্শনী শুধু চোখে দেখার জন্যই নয়, ভীষণ শিক্ষণীয়ও বটে। আগামী দিনেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এমন উদ্যোগ আরও বেশী বেশী করে অনুষ্ঠিত হবে, আশারাখি আমাদের সকলকে এনারা আরও বেশী বেশী সমৃদ্ধ করবেন।' 'কলকাতা কথকতা' দলের সকল সদস্যদের প্রদর্শিতদ্রব্য বিষয়ে সাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া বা বক্তব্যগুলি ও বিশেষ চমৎকার। প্রদর্শনীর শেষদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের হাতে সুঁচ সুঁতোয় সেলাই করা বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি তুলে দেওয়ায় হয় উপহার স্বরূপ। কলকাতার বিখ্যাত সংগ্রাহক পরিমল রায় শান্তিপুরের সীমা সেনের এই কাজটি সংগ্রহ করে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। দুই দিনের এই প্রদর্শনী শেষ করে সফলতার সাথে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন 'কলকাতা কথকতা' দলের সকল সদস্যগণ। দুই বাঙলার বন্ধুত্বের এমন প্রচেষ্টা একটি বিশেষ স্মরণীয় পদক্ষেপ বলা যায়।

সাগর শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগর সম্মান কমিটির পরিচালনায় এবছর শারদীয়া পুজো পরিক্রমা ও মূল্যায়নের শেষে ২৯ অক্টোবর বিকাল পাঁচটায় সাগর ব্লকের রুদ্রনগরে সাগরপথিক হরিপদ বাগুলীর আবক্ষ মর্মর মূর্তির পাদদেশে এই ব্লকের ২৯ টি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মধ্যে সেরা শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হলো। হোগলা পাতা দিয়ে তৈরি প্রতিমায় চমক দিয়ে থিমের প্রতিমায় এবারের সেরা শারদ সম্মান জিতে নিলো গোবিন্দপুর সার্বজনীন দুর্গোসব কমিটি। নারকেল পাতা দিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ করে তাক লাগিয়ে দেওয়া মুড়িগঙ্গা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি থিমের মণ্ডপে সেরা শারদ সম্মান অর্জন করলো। মাটির প্রতিমায় প্রথম স্থান লাভ করে রুদ্রনগর পুরাতন বাজার সার্বজনীন দুর্গোসব কমিটি, দ্বিতীয় স্থান লাভ করে দিগম্বরী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, তৃতীয় স্থান লাভ করে সার্বজনীন দুর্গোসব কমিটি–রুদ্রনগর (অহল্যা), চতুর্থ স্থান লাভ করে কচুবেড়িয়া বাসস্ট্যান্ড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং যুগ্মভাবে পঞ্চম স্থান লাভ করে হরিণবাড়ি উত্তর পাড়া শারদীয়া দুর্গোৎসব কমিটি ও রাধাকৃষ্ণপুর দুর্গোসব কমিটি।

অস্থায়ী মন্ডপে প্রথম স্থান অর্জন করে কচুবেড়িয়া বাসস্ট্যান্ড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানটি অধিকার করে সাগর বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ও মন্দিরতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি,

যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করে সাগর থানা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ও ধসপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ।

সমসাময়িক ভাবনায় (বিষয় – স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তি) সেরা শারদ সম্মান লাভ করে চাঁপাতলা–সাপখালী– বামনখালী–পাথরপ্রতিমা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। আধ্যাত্মিক চেতনাঋদ্ধ দৃশ্যকল্প রচনায় দর্শকচিত্ত জয় করে সেরা শারদ সম্মানটি অর্জন করে চকফুলডুবি বাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। প্রকৃতি চেতনা ও বর্ণবৈচিত্র্যে সেরা শারদ সম্মান লাভ করে মনসাদ্বীপ (চেমাগাড়ি) সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। প্রগতিশীল জনচেতনার প্রসারে এবারের সেরা শারদ সম্মানটি লাভ করে সাগর কৃষ্ণনগর শারদীয়া দুর্গোৎসব কমিটি । সাগর বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোসব কমিটি জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে এ বছরের সেরা শারদ সম্মান জিতে নেয়। শিল্প–সৌকর্যমণ্ডিত অস্থায়ী নাট মন্দিরের জন্য সেরা শারদ সম্মানটি পায় কয়লাপাড়া সার্বজনীন দুর্গোসব কমিটি। এছাড়াও নান্দনিক আলোকসজ্জায় প্রথম পুরস্কার পায় শ্রীধাম–গঙ্গাসাগর সার্বজনীন দুর্গোসব কমিটি ও দ্বিতীয় পুরস্কারটি পায় মন্দিরতলা সার্বজনীন দুর্গোসব কমিটি। এই বিভাগের তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে রাধাকৃষ্ণপুর দুর্গোৎসব কমিটি।

এছাড়া দেবী দুর্গার পঞ্চবিংশ রূপের সাড়ম্বর আরাধনার জন্য বহুরূপে দুর্গা বিভাগে প্রথম পুরস্কার লাভ করে গঙ্গাসাগর অঞ্চল সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এই বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে অষ্টাদশ দুর্গার পূজার্চনায় ব্রতী শ্রীধাম গঙ্গাসাগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। সাগর ত্রিনয়নী দুর্গোৎসব কমিটি–কৃষ্ণনগর জোড়ামন্দির এই প্রথম বার দুর্গোৎসবের আয়োজন করার সুবাদে নবতম শারদ সম্মান অর্জন করে। নির্মল ও দূষণমুক্ত পরিবেশ রচনায় সেরা শারদ সম্মানটি যায় ধসপাড়া–সুমতিনগর ২ নং অঞ্চল সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির দখলে । আম্ফান–ইয়াশ বিপর্যয়ে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ঘোড়ামারা দ্বীপের একমাত্র দুর্গোৎসব কমিটির ব্যতিক্রমী প্রয়াসকে কুর্নিশ জানিয়ে সাগর শারদ সম্মান কমিটি এবার এই পুজো কমিটিকে বিশেষ শারদ সম্মানে ভূষিত করে।

সভায় প্রধান অতিথির হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। কৃতী উৎসব কমিটিগুলিকে সুদৃশ্য ট্রফি, শংসাপত্র ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয় । এছাড়া সম্মানিত করা হয় সাগর বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি ডাঃ ভুবনচন্দ্র দাসকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে পৌরোহিত করেন বর্ষীয়াণ সাহিত্যিক ও সাগর শারদ সম্মান কমিটির সভাপতি শ্রীভাগ্যধর বারিক মহাশয় ।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতি দুর্গোৎসব কমিটির কর্মকর্তাদের হাতে সেরা শারদ সম্মান তুলে দেন প্রাক্তন ডব্লু বি সি এস অফিসার পশুপতি বারিক, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন প্রধান, বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল, জাতীয় শিক্ষক মধুসূদন ঘোড়াই, সাগর মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রবীর কুমার খাটুয়া প্রমুখ। আয়োজক কমিটির যুগ্ম–সম্পাদক জয়দেব দাস ও তাপসকুমার মণ্ডল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাগরদ্বীপের সুধীজনমণ্ডলীকে। সংগীতশিক্ষিকা মিস প্রতিমা গিরি ও সম্প্রদায়ের সমবেত উদ্বোধনী সংগীত ও একক সমাপ্তি সংগীত অনুষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করে।

মহিলা ক্রিকেটে বোর্ডের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ক্রীড়ায় বিশেষ করে ফুটবল-ক্রিকেটে ময়দানে মেয়েদের আগমন ঘটেছে অনেকটা পরে। যখন কারো সাহায্য সহযোগিতা ছিল না তখন কয়েকজনের ব্যক্তিগত উৎসাহে মেয়েরা মাঠে নেমেছিলেন নিজেদের লড়াই প্রতিষ্ঠা করতে। অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে নিজেদের দক্ষতায় তাঁরা আদায় করেছেন সহযোগিতার হাত। তবুও বঞ্চনা রয়েই গিয়েছে কর্মকর্তাদের মনে, দেশবাসীর মানসিকতায়। আজও আমরা মেয়েদের ক্রিকেট, ফুটবল, হকি দেখতে খুব একটা উৎসাহ বোধ করিনা। কিন্তু সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখিয়ে দিয়েছে ভারতীয় মেয়েরাই ধরে রেখেছেন সাফল্যের পতাকা। পারিশ্রমিক তো দূরের কথা সামান্য স্বীকৃতিটুকুও জোটে না মেয়েদের। কেউ ছোট খাটো একটা চাকরির আশায় দিন গোনেন বছরের পর বছর, শেষে দারিদ্রতাই ঠেলে বার করে দেয় মাঠ থেকে।

এরই মধ্যে নতুন স্বপ্নের জন্ম দিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। তিনি ঘোষণা করলেন পুরুষ ক্রিকেটার সমান ম্যাচ প্রতি পারিশ্রমিক পাবেন মহিলা ক্রিকেটাররাও। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এটাই বোধ হয় বোর্ডের প্রথম পদক্ষেপ। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে জানানো হল ভারতীয় দলের হয়ে যাঁরাই ক্রিকেট খেলবেন এখন থেকে সমান পারিশ্রমিক পাবেন পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলেই। নিঃসন্দেহে জয়দের এমন সিদ্ধান্ত উৎসাহী করবে মহিলা খেলোয়াড়দের। তবে শুধু ক্রিকেট কেন অন্যান্য খেলাতেও এমন সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হবে সেই আশাতেই দিন গুনছেন ভারতের মহিলা খেলোয়াড়রা।

জমে উঠুক কলকাতা লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএল ডার্বি নিয়ে বেশ কয়েক দিনের জল্পনা সম্ভবত শেষ হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলকে টানা সাতবার হারিয়ে রেকর্ড করেছে মোহনবাগান। কিন্তু এসবের মাঝে ভারতীয় ফুটবলে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে বাঙালির উপস্থিতি। দুদলে দুএকজন হাতে গোনা বাঙালি যেন কলকাতা ফুটবলের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিটুকু বহন করছে। বাঙালির ফুটবল প্রতিভা কি তবে হারিয়ে গেল? উত্তর দিচ্ছে কলকাতা ফুটবল লিগ। সেখানে এক ঝাঁক বাঙালি ফুটবলার বিভিন্ন দলে তাদের মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রাখছে। কিন্তু সেখানে দর্শক কই? কে উৎসাহ দেবে এই সব বাঙালি খেলোয়াড়দের! মিডিয়ার ক্ষীণ আলো আর স্পনসরারদের সামান্য উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে বাঙালি ফুটবল পায়ে ময়দানে থাকলেও তাদের তুলে ধরার লোক নেই সবাই ভাড়া করা কমিশনে কিনে আনা খেলোয়াড়দের নিয়েই মাততে ব্যস্ত। কারণ চটজলদি সাফল্য চাই। এই পরিস্থিতি বদলাতে পারি আমরাই। দলে দলে বাঙালি দর্শক ফুটবল দেখতে মাঠে আসুক তবেই টনক নড়বে কর্মকর্তাদের, ফিরে আসবে প্রচারের আলো পিছে পিছে আসবে স্পনসরাররাও। ভেবে দেখুক ফুটবল পাগল বাঙালি।

দাবায় আগ্রহ বাড়ছে নবীন প্রজন্মের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল, ক্রিকেটের পাশাপাশি বর্তমানে দাবা খেলার প্রতি বাংলার নবীন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়তে শুরু করেছে। যদিও এই বৃদ্ধির গতি কিছুটা ধীর। তবে, এই গতিতেই যদি একদা রাজা-বাদশাদের জনপ্রিয় খেলাটির প্রতি নবীন প্রজন্ম নতুনভাবে উৎসাহ বোধ করতে থাকে তাতে আখেরে খেলাধুলা জগতেরই লাভ। হয়তো দাবার হাত ধরেই অদূর ভবিষ্যতে এই বাংলা থেকেই আরও কিছু গ্রান্ডমাস্টার উঠে এসে বিশ্বকে চমকে দেবে। যেমনভাবে এই দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন বিশ্বনাথন আনন্দ, দিবেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ। প্রখ্যাত এইসব দাবাড়ুর অসামান্য সাফল্যের কারণেই এদেশে দাবার প্রতি নবীন প্রজন্মের উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। দাবা শুধুমাত্র ঘরোয়া খেলা হিসেবে জনপ্রিয় তা নয়, এটা যে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খেলতে হয় তা এখন আর নবীন প্রজন্মের কাছে অজানা নয়। বহুল প্রচলিত কথাতেই তো আছে 'দাবার চাল' অর্থাৎ যে কোনও বিষয়ে প্রতিপক্ষকে কুপোকাৎ করতে সবার আগেই প্রয়োজন হবে ধৈর্য্য, গভীর মনসংযোগ এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যথাযথ কৌশল অবলম্বন। দাবা খেলায় প্রতিটি চালে এই তিনটি বিষয় থাকতেই হবে। অন্যথায়, প্রতিপক্ষ কিস্তিমাৎ করে বেরিয়ে যাবে। পুরাকালে ঘরোয়া খেলাগুলির মধ্যে আমরা পাশা, দাবা প্রভৃতির কথা কম-বেশি সকলেই জানি। মহাভারত মহাকাব্যে কৌরবদের রাজসভায় পাশা খেলার উল্লেখ রয়েছে। মোগল আমলে রাজা-বাদশাদের রাজসভার ইতিহাসের বিভিন্ন বিবরণেও দাবার কথা জানা গিয়েছে। তারপর বাংলার জমিদার আমলেও তো পাশা, দাবা, তাস খেলার প্রচলন ছিল। জমিদার বাড়িতে মহিলা মহলে নিয়মিত তাসের আসর বসত। গ্রামবাংলার বিত্তবানদের বাড়ির বৈঠকখানা কিংবা পা।ার চণ্ডীমণ্ডপের চাতাল বিকেল হলেই

দাবা-পাশা-তাসের আসর জমে উঠত। পরবর্তীতে ব্যবসায়ী খেলার পাশাপাশি লুডোও বেশ আকর্ষণ জাগায়। তবে, সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এই অত্যাধুনিক ইন্টারনেটের যুগেও বিশ্বজুড়ে দাবা যেভাবে জনপ্রিয়তাকে ঘরে ঘরে ধরে রেখেছে তা অভাবনীয়। বর্তমানে কেরিয়ারের হাতছানিতে ইঁদুর দৌড়ে শামিল নবীন প্রজন্মের কাছে খেলাধুলায় সময় দেওয়াটাই পাহাড় প্রমাণ সমস্যার মতো। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আধুনিক প্রজন্মের চিন্তাভাবনায় দাবা খেলার প্রবেশ সেটা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদই শুধু নয় অত্যাশ্চর্য বললেও বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না। তবে, শহরাঞ্চলে হয়তো অনেক জায়গায় দাবা খেলার প্রশিক্ষক রয়েছেন কিন্তু গ্রামবাংলায় এখন সেই অভাবটা বেশ প্রকট। অথচ একসময় গ্রামবাংলার আনাচকানাচে দাবাড়ুদের অভাব ছিল না। তবে, ইন্টারনেটের দৌলতে এবং বিভিন্ন অ্যাপের সহায়তায় নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোনে দাবা খেলার প্রাথমিক পাঠ নিচ্ছেন। তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে একঘেয়েমি এবং ক্লান্তি কাটাতে দাবার সঙ্গে একমনে কিছুটা সময়ও অতিবাহিত করেন। তবে, ডিজিটাল স্ক্রিনে থাকা প্রতিপক্ষ কম্পিউটার কখনো-সখনো যখন কিস্তিমাৎ হয় তখন তাঁদের মধ্যে যেন যুদ্ধজয়ের অনুভূতি জেগে ওঠে এবং এতে নতুন করে উদ্যমও লাভ হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দাবার প্রতি এমনই আগ্রহ সঞ্চারের খবর মিলেছে। এদিকে দাবায় নতুন করে এই আগ্রহ জন্মানোর খবরে যথেষ্টই উৎসাহিত জেলার একাধিক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, সংগঠক তথা সংস্থাও। সবমিলিয়ে দাবাকে নিয়ে যেন ধীরে ধীরে নতুন করে পজিটিভ ভাবনাচিন্তার একরাশ বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে।

আবেগের ফুটবলে নজির লোহাপোতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল মানেই যে একটা আবেগ তা ফের বুঝিয়ে দিল লোহাপোতা গ্রাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নং ব্লকের সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত লোহাপোতা গ্রামের শত শত বাসিন্দা প্রতিবছর উৎসবের আবহে কয়েকদিন ধরে ফুটবল খেলায় মেতে ওঠে। এবারও যার অন্যথা হয়নি। লোহাপোতা গ্রামোন্নয়ন পাঠাগার-এর পরিচালনায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ২৮ অক্টোবর থেকে এবারের বাৎসরিক ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী আয়োজিত এই আবেগের ফুটবল খেলায় বিভিন্ন জেলার মোট আটটি টিম অংশগ্রহণ করছে।গ্রামের মাঠে এযাবৎ অনুষ্ঠিত প্রতিটি খেলার আনন্দ উপভোগ করেছে কয়েক হাজার দর্শক। ঘন সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া ফুটবল পায়ে পায়ে যখনই দু'পক্ষের গোলপোস্টের মুখোমুখি হত তখনই তুমুল চিৎকারে ফেটে পড়ত কয়েক হাজার দর্শক। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের শহর কলকাতা থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরের একটা প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে আবালবৃদ্ধবণিতারা যে এমন আবেগে ভাসতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত লোহাপোতা গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী যুবকের হাত ধরে প্রায় চার দশক আগে

ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। তারপর যতদিন গিয়েছে ততই গ্রামের অন্যান্য মানুষজনের মধ্যেও ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি, এই স্মার্টফোনের যুগেও লোহাপোতা গ্রামের তরুণ প্রজন্ম ফুটবলকে একটা দিনের জন্যও ভুলে থাকতে পারেনি। এককথায়, গ্রামের শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই নিয়েছে ফুটবল। তাইতো বাৎসরিক ফুটবল টুর্নামেন্টের দিনগুলিতে লোহাপোতা গ্রামের খেলার মাঠে তিলধারণের জায়গা মেলে না। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে এখানকার দর্শকদের আবেগ উচ্ছ্বাস দেখে নিঃসন্দেহে শহরের ময়দানে আয়োজিত বিভিন্ন ফুটবল কিংবা ক্রিকেট ম্যাচের দর্শকরাও কার্যত অবাক হয়ে যাবে। লোহাপোতা গ্রামের উচ্চশিক্ষিত মেধাবী যুবক লিটন শেখ বলেন, আমার প্রাণপ্রিয় লোহাপোতা গ্রামের বাৎসরিক ফুটবল টুর্নামেন্ট আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা আবেগ। এই আবেগ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধুমাত্র হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হয়। টুর্নামেন্ট চলাকালীন কয়েকটা দিন আমাদের গ্রামের প্রিয় মাঠকে আমরা ভুলে থাকতেই পারি না। তাইতো নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ফুটবলের আবেগে আমাদের প্রিয় লোহাপোতা গ্রাম অন্যদের পথ দেখাতেই পারে।

আলিপুর বার্তার জগদ্ধাত্রী পরিক্রমায় সেরা চন্দননগরের বড়বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গৌরহাটি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির মঞ্চে অষ্টমীর দিন পড়ন্ত বিকেলে চলছে পুরস্কার বিতরণের তোড়জোড়। হুগলি জেলার আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি মলয় সুর সামাল দিচ্ছেন সব কিছু। একটু পরেই এসে পড়বেন পুরস্কার প্রাপক পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। পিছনে গঙ্গার ঘাটে বসে আলিপুর বার্তা টিমের তখনও মুগ্ধতা কাটেনি চন্দননগর শহর সংলগ্ন এলাকার জগদ্ধাত্রী দেবীর রূপের ছটায়। এক একটা মণ্ডপ যেন শিল্পের ছোঁয়ায় বাঙ্ময় করেছে এক একটা ভাবনা। সে সুরের পুকুরের ব্রেকিং নিউজ বলুন বা বড়োবাজারের সিটি অফ জয়। তেঁতুল তলার ২৩০ বছরের পুজোয় মানুষের উন্মাদনা বিহ্বল করে দিয়েছে আলিপুর বার্তা টিমকে। অথচ থিম বজায় থাকলেও একশো ভাগ প্যান্ডেলে মায়ের মূর্তিতে কোনও বিকৃতি আসেনি। সর্বত্র মা করুণাময়ী, কল্যানকামিনী। তালুকদার বাড়ির পুজো তো এনে দিল আরও এক বিরল অভিজ্ঞতা সেখানে মেডিকেল কলেজের ব্যস্ত হেমাটোজিস্ট তথা থ্যালাসেমিয়া বিশেজ্ঞ সরকারি ডাক্তরবাবু সিদ্ধার্ত তালুকদার চরম ব্যস্ততার মধ্যেও মাসখানেক ধরে বানিয়ে ফেলেছেন জগদ্ধাত্রী দেবী মূর্তি, সাজিয়েছেন মনের মতো করে। বোঝাই যাবে না এ কোনও অভিজ্ঞ পটুয়ার কেরামতি নয়। পাঁচ বছর বয়স থেকে নিজের হাতে মূর্তি বানিয়ে পুজো করছেন তিনি। আপ্যায়ণেও তাঁর তুলনা মেলা ভার। মণ্ডপ সাজিয়েছেন থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার নানা পোস্টার দিয়ে।

সুরের পুকুরের প্রতিমা

বড়বাজারের সিটি অফ জয়

ঠিক বিকেল পাঁচটা পুরস্কার মঞ্চে উপস্থিত হলেন এভারেস্ট জয়ী স্বপ্ন কন্যা পিয়ালী বসাক, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য, আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক তথা দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব গুহ, সঙ্গীত শিল্পী অপরাজিতা চিত্রলেখা, সঞ্চালক ও আবৃত্তিকার মধুমিতা ধৃত, চৈতালী গুহ, চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধ প্রমুখ। বড়োবাজার, সুরের পুকুর, গোলদিঘীর ধার, গৌড়হাটির কর্মকর্তারা উপস্থিত হলেন, গ্রহণ করলেন পুরস্কার। সকলের মুখেই খুশির ছোঁয়া উদ্দীপনার উচ্ছ্বাস।

যাঁরা পুরস্কার পেয়েছে

পুজো মণ্ডপে প্রথম – বড়োবাজার সার্বজনীন
পুজো মণ্ডপে দ্বিতীয় – গোপালবাগ সার্বজনীন
পুজো মণ্ডপে তৃতীয় – সুরের পুকুর সার্বজনীন
প্রতিমার মুখশ্রী ও সাজসজ্জায় প্রথম – হেলাপুকুর ধার সার্বজনীন।
প্রতিমার মুখশ্রী ও সাজসজ্জায় দ্বিতীয়- ভদ্রেশ্বর গোল দিঘীর ধার পুজো কমিটি।
পরিবেশ বিষয়ে বিশেষ পুরস্কার – গৌরহাটি পুজো কমিটি।
বিশেষ সম্মান : তালুকদার বাড়ি ও জাঙ্গীপাড়া ব্যানার্জী বাড়ি।

বিচার করেছেন যাঁরা

কোলাজ সম্রাট তপন সাহা, বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধৃত, সঙ্গীশিল্পী অপরাজিতা চিত্রলেখা, দীপ্তশ্রী গাঙ্গুলি।

অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথিরা

পুরস্কার পাচ্ছে বড়বাজার

তেঁতুলতলায় ভিড়

পুরস্কার পাচ্ছে সুরের পুকুর

পুরস্কার পাচ্ছে গোলদীঘির ধার

পুরস্কৃত গোপালবাগ পুজো কমিটি

তালুকদার বাড়িতে পুরস্কার দিতে আলিপুর বার্তা টিম

পুরস্কার পাচ্ছে গৌরহাটি

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com